চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 August, 2020 ■ আগরতলা, ১৪ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশের উন্নয়ন-যাত্রায় সৎ করদাতাদেরই বড় ভূমিকা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.)।। দেশের উন্নয়ন-যাত্রায় সৎ করদাতাদের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। দেশের সৎ করদাতাদের জীবন সহজ হলেই তো, উন্নয়ন সম্ভব, দেশের বিকাশ সম্ভব। বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'স্বচ্ছ কর প্রদান---সৎ করদাতাদের সম্মান' কর্মসূচীর সূচনা করার এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের ''সৎ করদাতা''-দের সম্মান জানাতেই 'স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা, সততার সম্মান' কর্মসূচির সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী সরকার চাইছে, দেশের কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এনে সৎ করদাতারা যাতে উপযুক্ত সম্মান পান এবং তাঁদের কোনও রকম হয়রানি বা জটিলতার মধ্যে না পড়তে হয়, তা নিশ্চিত করতে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, রাষ্ট্রনির্মাণে সৎ করদাতারাই বড় ভূমিকা পালন করেন। দেশের সৎ করদাতাদের জীবন সহজ হলেই তো, উন্নয়ন সম্ভব, দেশের বিকাশ সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কর ব্যবস্থায় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত দ্ব্যর্থহীন, কষ্টহীন এবং ফেসলেস। বিগত ৬ বছরে, কর ব্যবস্থায় নতুন বিবর্তনের মডেল প্রত্যক্ষ করেছে ভারত। জটিলতা, মামলা মোকদ্দমা হ্রাস করেছি আমরা এবং স্বচ্ছতা, কর দাতাদের উপর আস্থা বৃদ্ধি করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রী এদিন উদ্বেগের সঙ্গেই জানিয়েছেন, বিগত ৬-৭ বছরে আয়কর রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি বেড়েছে। তবে এটা ঠিক যে, ১৩০ কোটি মানুষের দেশে এই সংখ্যা এখনও অনেক কম। এত বড় দেশে মাত্র দেড় কোটি মানুষই আয়কর জমা দেন।

সোনামুড়া-দাউদকান্দি নদীপথ সমস্যাবহুল, প্রকল্প গ্রহণ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের

আগামী বর্ষা মরশুমে পণ্য পরিবহণের সম্ভাবনা

আগরতলা, ১৩ আগস্ট (হি.স.)।। সোনামুড়া-দাউদকান্দি পণ্য আমদানি-রফতানিতে নৌ পরিবহণে বাংলাদেশের অংশে নদীপথে কিছু সমস্যা রয়েছে। নাব্যতা সংকট, বেশ কিছু এলাকা জুড়ে গাছের গুড়ি থাকায় এবং জল প্রবাহ কম হওয়ায় আগামী শীত মরশুমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই সমস্ত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ। কারণ, আপাতত নদীপথে পণ্য আমদানি-রফতানি সম্ভব না হলেও আগামী বর্ষা মরশুমে নৌ পরিবহণ চালু করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেই দিশায় লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

গত ১১ আগস্ট বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিবিরবাজার থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত নদীপথ পর্যবেক্ষণ করেছে। মূলত, ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থেকে বাংলাদেশের দাউদকান্দি ৯২ কিমি নদীপথে পণ্য আমদানি-রফতানির লক্ষ্যেই ওই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নদীপথে পণ্য পরিবহণ কতটা উপযোগী তা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখেছে। তাতে নদীপথে বেশ কিছু সমস্যা নজরে এসেছে। সূত্রের খবর, বিবিরবাজার থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত পূর্ব প্রান্তে প্রায় ৩০ কিমি নদীপথে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। নাব্যতা সংকট, গাছের গুড়ি থাকায় এবং জল প্রবাহ কম হওয়ায় পণ্য পরিবহণে বাধা সৃষ্টি হবে। সূত্রের দাবি, এই অবস্থায় পণ্য পরিবহণে জলযান মাঝপথে আটকে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

সূত্রের কথায়, বড় জাহাজে পণ্য আমদানি আপাতত সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ছোট জাহাজ কিংবা বার্জ ধরনের জলযানে সহজেই সর্বোচ্চ ৫০০ থেকে ৬০০ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি সম্ভব হবে। সূত্রের দাবি, উচ্চতা ছোট জাহাজ অনায়াসে পণ্য পরিবহণে সক্ষম হবে। তবে মাস দুয়েকের মধ্যে পণ্য পরিবহণ সম্ভব হবে না। সূত্র মতে, ওই নদীপথে ত্রিপুরার অংশেও নাব্যতা সংকট রয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশের অংশে তার থেকেও বেশি সমস্যা রয়েছে। কারণ, ওই নদীপথ কখনও ব্যবহৃত হয়নি। তাই, ড্রেজিং না করে এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধান ছাড়া পণ্য পরিবহণ সম্ভব হচ্ছে না।

সূত্রের দাবি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আগামী শীতের মরশুমে অগ্রাধিকারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড পরীক্ষায় নবজাতকের মৃত্যু তদন্ত কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। তিনদিনের নবজাতক শিশুর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার পর মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যক কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। জিবি হাসপাতালের সুপারের নেতৃত্বে ওই কমিটিকে আগামী ৩ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে আজ ওই নবজাতকের ময়নাতদন্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার জিবি হাসপাতালে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার পর ৩ দিনের নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য কর্মীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনে সোচ্চার হয়েছিলেন মৃত শিশুর বাবা ও মা। সন্তান হারা পিতা মাতার আর্তনাদে গতকাল জিবি হাসপাতালের পরিবেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। হৃদয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিত্র সাংবাদিকের অকাল প্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের চিত্র সাংবাদিক অভিজিৎ রাহা। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তাঁর অকাল প্রয়াণে রাজ্যের সাংবাদিক মহল শোকস্তব্ধ। আজ তিনি অসুস্থ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। তাঁর প্রয়াণে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন। তরুণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে সংঘবদ্ধ হামলায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোড়া থানা এলাকার মগ পাড়ায় হামলায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল সরানো হল চার জেলাশাসককে

আগরতলা, ১৩ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরা প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। একসাথে চার জেলাশাসককে বদলি করেছে রাজ্য সরকার। বদলির তালিকায় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহিজলা, ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক। করোনা-প্রকোপের মধ্যে এই রদবদল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন দফতরের অবরসচিব এসকে দেববর্মা আইএএস এবং টিসিএস আধিকারিকদের বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। তাতে, ১৬ জন আধিকারিকের বদলিনামা জারি হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পশ্চিম জেলা এবং সিপাহিজলার জেলাশাসকের বদলি হয়েছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে সিপাহিজলার জেলাশাসক সিকে জমাতিয়া সুস্থ হলেও এখন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। তাঁকে সাধারণ প্রশাসন দফতরে সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় মাহাত্মে সন্দীপ নামদেও নগরোন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা পদে বদলি হয়েছেন। সাথে তিনি ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের অধিকর্তা পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাবেন। পশ্চিম জেলাশাসক পদে দায়িত্ব নিতে চলেছেন ড় শৈলেশ কুমার যাদব। তিনি পুর নিগমের কমিশনার ছিলেন। ওই পদের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সিপাহিজলার জেলাশাসক পদে দায়িত্ব নিচ্ছেন বিশ্বেশ্বরী বি। তিনি পর্যটন দফতরের অধিকর্তার পদ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসের কুঁচকাওয়াজের মহড়া। বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে তোলা ছবি নিজস্ব।

কদমতলায় অটো রিক্সা পুড়িয়ে দিল দুস্কৃতিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার কদমতলা থানা এলাকার উত্তর-পূর্ব গ্রামে একটি অটোরিকশা পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। অটোর মালিকের নাম হরি শংকর চক্রবর্তী।জানা যায় অন্যান্য দিনের মতোই গতকাল রাতে বাড়ির পাশে একটি ঘরে অটো রিস্কার রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অটোচালক। বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে লক্ষ করেন তিনি যে ঘরে ফটো রেখেছিলেন সেই ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখেন অটোরিকশায় আগুন জ্বলছে। খবর দেন দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকল বাহিনী আসার আগেই অটটই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কদমতলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন অটোর মালিক হরি শংকর চক্রবর্তী। কে বা কারা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত করেছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলতে না পারলেও অটোর মালিক হরি শংকর চক্রবর্তী জানিয়েছেন পূর্ব বিরোধের জেরে তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে চার বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। জলে ডুবে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দিনের শুরুতেই সংঘটিত এই ঘটনায় ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার পশ্চিম লেম্বুছড়া এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ স্থানীয় জনগণ পুকুরের জলে এক শিশুর ভাসমান মৃতদেহ দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

খবর যায় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কমলপুর থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ পশ্চিম লেম্বুছড়ার বাসিন্দা সুখেন চাষার চার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো উল্টে গুরুতর আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার সকালে চড়িলাম থেকে বিশালগড়ের দিকে আসা একটি অটো গাড়ি সিপাহিজলা প্রথম গেইট সংলগ্ন জাতীয় সড়কের বাক নেওয়ার সময় উল্টে যায়। অটো গাড়ি উল্টে যাওয়ায় চালক জীবন চৌধুরী মারাত্মক ভাবে আহত হয়।আহত জীবন চৌধুরীর পায়ের হাঁটুর একটা হাড় বেড়িয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটার পর সানীয় সিপাহিজলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ছে সংক্রমণ সাথে মৃত্যুর মিছিল

করোনায় নতুন আক্রান্ত ১৬৪ প্রাণ হারালেন ২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। রাজ্যে নতুন করে ১৬৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ৩০৪৯টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। আজ করোনা আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, করবুকে মহকুমা পুলিশ আধিকারীক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, মধুপুর বাজারে তিন ব্যবসায়ী করোনা আক্রান্তের ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষ্ঠানে এবং রাজ্যের প্রবেশদ্বারে ২১১০টি নমুনা পরীক্ষায় ১৩২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ৯৩৯টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ৩২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আজ করোনা আক্রান্ত হয়ে ৪০ বছর বয়সী এবং ৬০ বছর বয়সী গোমতী ও পশ্চিম জেলার বাসিন্দা দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এজিএমসিতেই ওই দুই রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর মিলেছে।

এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে ৩ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ২জন, ধলাইতে ৯ জন, খোয়াইতে ১৭ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৬০ জন, সিপাহীজলায় ১৫ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৮ জন এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় ভিসা চালু হচ্ছে শিগগিরই

ভারত ভ্রমণে নতুন নিয়ম, থাকতে হবে অনুমতিপত্র

মনির হোসেন, ঢাকা, আগষ্ট ১৩।। করোনাকালে ভারত-বাংলাদেশ ভ্রমণেরক্ষেত্রে নতুন কিছু শর্ত দিয়েছে বেনাপোল ইমিগ্রেশন। ব্যবসা, চিকিৎসা বা ভ্রমণ ভিসায় যারা ভারত যেতে চায়, তাদের ভারতীয় হাই-কমিশনারের অনুমতিপত্র থাকতে হবে। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বেনাপোল ইমিগ্রেশনের (ওসি) মহাসিন খান।

ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা ভারত প্রবেশেরক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে চলতি বছরের ১ জুলাইয়ের পর ইস্যুকৃত ভিসা। এছাড়া ভারতীয় হাই-কমিশনারের অনুমতিপত্র থাকতে হবে। ভ্রমণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেটও দেখাতে হবে।

ভারতীয় পাসপোর্টধারী যাত্রীদের বাংলাদেশ আগমনের পত্র লাগবে হালনাগাদ ভিসা ও পাসপোর্ট। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। এছাড়া বাংলাদেশে যেসব ভারতীয় যাত্রী আটকে আছেন তাদের স্বদেশ ফিরতে প্রয়োজন হবে মেয়াদ থাকা পাসপোর্ট ও নবায়ন করা ভিসা (জরিমানা ব্যতীত ভিসা ও ফি প্রদান পূর্বক)। ভারতীয় হাইকমিশনারের অনুমতিপত্র এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট।

বেনাপোল চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন ওসি মহাসিন খান জানান, বাংলাদেশিদের ভারত ভ্রমণ, ভারতীয়দের বাংলাদেশ ভ্রমণ বা বাংলাদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের নৌ পরিবহন মন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে দেখা করেন বিদায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩০১ ▫ ১৪ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ২৯ শ্রাবণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সংঘাতের রাজনীতি

রাজ্যের ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে যে ন্যুনতম সমঝোতা নাই তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণত, বিরোধী দল ও ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সেখানে ব্যতিক্রমী ভূমিকা রাখিতেছে। যেখানে রাজ্যে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাতের পরিসংখ্যান একেবারেই নগন্য, সেখানে ক্ষমতাসীন দুই শরিক বিজেপি-আইপিএফটির সংঘাত প্রতিনিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে। এই জোটকে সংঘাতের জোট আখ্যা দিলে বোধহয় সঠিক হইতে পারে। আইপিএফটি পাহাড় দখলে মরিয়া একথা ঠিক। পাহাড়ের সুখ দুঃখ জনজাতিদের অভাব অভিযোগ নিয়া আইপিএফটির সরকারের কাছে দরবার করিতেছে এমন ঘটনা খুব একটা পাওয়া যাইতেছে না। এই দলের কাজ হইতেছে পাহাড় হইতে বিজেপি হটানো। আইপিএফটির একের পর এক আক্রমণের মুখে দাঁড়াইয়াও বিজেপি তাহা হজম করিতেছে নির্দ্বিধায়। মঙ্গলবার রাতে অম্পি মন্ডলের তৈদু বাজারে বিজেপি কর্মীরা আইপিএফটি অফিসের সামনে দিয়া যাইবার সময় তাহাদের গালিগালাজ করা হইয়াছে ও মদমত্ত অবস্থায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালাইয়াছে বলিয়া অভিযোগ। হামলা পাল্টা হামলায় বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। পুলিশের শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিরোধীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। এরাজ্যে বিরোধী কংগ্রেস তো কার্যত নিদ্রাভিভূত। বামপন্থীরা নিয়ম রক্ষার আন্দোলন চালাইয়া খালাস। বিপ্লবী তেজ দেখা যায়না। কথায় আছে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। বামপন্থীরা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া মাঝে মাঝে মিছিল, র‍্যালি চালাইয়া যাইতেছে। তাহাদের লক্ষ্য একটাই ক্ষমতাসীন দলের প্রতি মানুষের ক্ষোভের সুযোগ তাহারা কতটা কাজে লাগাইতে পারে। বিজেপি দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নাই একথা বলা যাইবে না। কিন্তু, মানুষের ক্ষোভ, বিজেপি দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বিরোধীদের সামনে সুযোগ আনিয়া দিবে এমন বলা মুশকিল। বিজেপি-আইপিএফটি সংঘাত বাড়িলেও বিরোধীদের ঘরে লাভের অঙ্ক আসিবে এমনও বলা মুশকিল। তবে, বিজেপি-আইপিএফটি প্রতিনিয়ত এই সংঘাত সুস্থ রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরির ক্ষেত্রে অন্তরায় এবং হাস্যকর। জোট বাধিয়া সরকার চালাইব অথচ পাহাড়ে হানাহানি কাটাকাটি করিয়া আইন-শৃঙ্খলার বারটা বাজানো হইবে এই দ্বিচারিতা রাজনৈতিক সুস্থতার ক্ষেত্রে বড় বেশি অন্তরায় তাহা জোর দিয়া বলা যাইতে পারে।

ত্রিনিদাদ পাড়ি দিল কলকাতার দূর্গা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে কাঁটা শহর। কিন্তু এক মাত্র কয়েকদিন তারপরই দুর্গাপুজো। চলতি বছর করোনা আবহে উদ্যোগতা না থাকলেও ইতিমধ্যে অনেকগুলো পুজো কমিটিকে সেরে ফেলেছে খুঁটি পুজো। আর তাই এবার কলকাতার দুর্গা পাড়ি দিল বিদেশে। বৃহস্পতিবার কুমোরটুলি থেকে ফাইবারের দুর্গা পাড়ি দিল ত্রিনিদাদ।

প্রতিবছর কুমোরটুলি থেকে বহু ঠাকুর পাড়ি দেয় বিদেশে। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে সেই সব কিছুতেই পড়েছিল ভাঁটা। অবশেষে মিলল স্বস্তি। বিদেশে যাচ্ছে কলকাতা দূর্গা। কলকাতা থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছতে সময় লাগবে ৪০ থেকে ৫০ দিন। তারপর ১১ হাজার ৫৮৪ নটিক্যাল মাইল পেরিয়ে পোর্ট অব স্পেনে প্রতিমা পৌঁছনর পর তা নিয়ে যাওয়া হবে ত্রিনিদাদে। সেখানে হিন্দু পরিষদের এবারের দুর্গা পুজোয় পূজিত হবে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী মিন্টু পালের তৈরি ফাইবার এই প্রতিমা।

রেকর্ড গড়ে দশ দিনেই একশ কোটি পুর কর আদায় পুরসভার

কলকাতা, ১৩ আগস্ট(হি. স.): মেঘ কাটছে কলকাতা পুরসভার কোষাগারের। নজিরবিহীন ভাবে মাত্র দশ দিনেই একশো কোটি টাকা সম্পত্তি কর জমা পড়ল পুরভবনের কর বিভাগে। তবে এই বিপুল পরিমাণ কর জমা হওয়ার পেছনে নাগরিকদের সচেতনতাকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

করোনা পরিস্থিতিতে দীর্ঘ লকডাউন এর জেরে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হচ্ছে কলকাতা পুরসভাকে। এদিকে মহামারীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং আমফান মোকাবিলায় কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে পুরকর্তৃপক্ষকে। এই পরিস্থিতিতে পুরকোষাগার চাঙ্গা করতে ১০০ শতাংশ সুদ এবং জরিমানা মুকুব করেছিল পুর কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও লকডাউন এর জেরে দফতরে এসে কর জমা দিতে না পারায় নাগরিকদের জন্য অনলাইনে কর আদায় শুরু করেছিল পুরসভা। এর পাশাপাশি সম্পত্তিকর আদায় করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তাদের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এই একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের পর কার্যত নজিরবিহীনভাবে আগস্ট মাসের প্রথম ১০ দিনেই একশ কোটি সম্পত্তি কর আদায় হয়েছে কলকাতা পুরসভার কোষাগারের। যা কার্যত এতদিনের রেকর্ড বলে দাবি পুর কর্তৃপক্ষের।

লকডাউনের জেরে ২২ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত বন্ধ ছিল পুরসভার সম্পত্তি কর বা অন্যান্য কর সংগ্রহের বিভাগ। অনলাইনে মাত্র ৩০ কোটি টাকা জমা পড়ছিল। কিন্তু ১ জুন থেকে আনলকে পুরকর আদায় শুরু হতেই ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ২৬০ কোটি জমা পড়ে পুরসভার কোষাগারে। এদিকে লকডাউন শুরুর আগে, ২১ মার্চ পর্যন্ত ৮৫০ কোটি সংগ্রহ হয়েছিল। পরবর্তী দশ দিনে আরও ১৫০ কোটি সংগ্রহের যাবতীয় প্রস্তুতি ছিল পুরসভার কর আদায় বিভাগের অফিসারদের। গত দু'মাসে যে ২৬০ কোটি আদায় হয়েছে তার মধ্যে ওই দেড়শো কোটির একটা অংশ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন পুর অফিসাররা।

অবশ্য এই সংকটকালীন মুহূর্তে পুরপরিষেবা নিয়ে খুশি নাগরিক। সেই কারণেই তারা পুরসভার আবেদনে সাড়া দিয়ে যথাযথ কর জমা করেছেন বলে জানান কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক তথা প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও কর্পোরেট স্টাইলে যেভাবে বরো ভিত্তিক এবং বিভাগীয় আধিকারিকদের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে কর আদায় করতে উদ্যোগী হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ তারও প্রশংসা করেছেন ফিরহাদ হাকিম।

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে পুজোপাঠ বীরভূমে

বক্রেশ্বর, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ভারতরত্ন প্রণব মুখোপাধ্যায় এর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে প্রার্থনা অব্যাহত শুভানুধ্যায়ীদের। বৃহস্পতিবার বক্রেশ্বর সতীপীঠে বীরভূম জেলা জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় অধিকারী উদ্যোগে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় গত সোমবার থেকে দিল্লির সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বর্তমানে তিনি ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। তার আরোগ্য কামনা করে এদিন বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ বক্রেশ্বর এই মহাযজ্ঞ ও পুজো পাঠের আয়োজন করা হয়। প্রণব বাবুর প্রাক্তন সাংসদ পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই মহাযজ্ঞ ও পুজা পাঠের আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই গত মঙ্গলবার থেকে পৈত্রিক ভিটে জপেশ্বর শিব মন্দিরে তিনদিন ধরে হয়েছে মহামৃত্যুঞ্জয় মহাযজ্ঞ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুস্থতা কামনা করে বহু স্থানে তার শুভানুধ্যায়ীরা পূজা পাঠ করে চলেছে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রণব বাবুর মৃত্যুর ভুল খবর ছড়িয়ে পড়ে। ছেলে অভিজিত মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দেন বাবার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

জাতীয় শিক্ষানীতি ঃ সার্থকতা, নাকি স্ববিরোধিতা

বিদিশা চক্রবর্তী

গত ২৯ জুলাই ২০২০ জাতীয় শিক্ষানীতির পুনর্গঠন উদ্বোধন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন। কেমন সেই শিক্ষানীতি, কেন পূর্বতন শিক্ষানীতির পরিবর্তন প্রয়োজন হল, সেই বিষয়ে কনক্লেভে বক্তরা রাখেন প্রাধনমন্ত্রী। তাঁর মতে, জাতীয় শিক্ষানীতি একুশ শতকের ভারতবর্ষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে উন্নয়নের শিখর ছোঁয়ার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে এবং যা ভারতীয় শিক্ষার্থীকে গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে গড়ে তুলবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিবর্তিত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুবসমাজের লক্ষ্য পূরণ করাই হবে এই নীতির উদ্দেশ্য। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে সেখানে। মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এই নীতি অনুসন্ধান, আলোচনা ও বিশ্লেষণমূলক শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, যে দেশগঠনে ভূমিকা নেবে এই নীতি। বাচ্চারা। প্রাধান্য দেবে, যাতে পাঠ্যপুস্তক নির্ভর হয়ে না ওঠে তার জন্য ওই নীতি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করবে। ড. কস্তুরীনন্দন ও তাঁর টিমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য, আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের কতগুলি দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে জানার জন্য শিক্ষি। সহাবস্থানের সঙ্গে শিক্ষা। বর্তমানে সময়ে ২০২০-র এই শিক্ষানীতি বুদ্ধিজীবী মহলে, শিক্ষাবিদদের মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শিউরে ওঠা মানুষজন প্রশ্ন করেছেন এত বড় পরিবর্তন সমীচীন কিনা। আবার আশাবাদীরা বলেছেন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, যখন যে পরিকল্পনাই গৃহীত হোক না কেন, কালের নিয়মে তার পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোনও পরিকল্পনাই কোনওদিন সর্বজগ্রাহ্য হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা গ্রহণের পর বলেছেন যে সকলের অগ্রগামীতা এবং যোগদান তিনি কামনা করেন। কিন্তু কোনও বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে অধিকাংশ মানুষের সমর্থন আছে কিনা, সেটা জানা দরকার। শিক্ষা সর্বদা যুগ্ম তালিকাভুক্ত একটি বিষয়। মানুষ যখন ঘর বাঁধে, তখন তার ভিত মজবুত করার জন্য অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে বাজার থেকে সমস্ত সরঞ্জাম যাচাই করে নেয। একটা জাতির শিক্ষানীতির প্রবর্তন মনে রাখতে হবে এই ঘর বাঁধার সামিল।

'জাতির ' জন্যও 'জাতীয়'ভাবে শিক্ষাদান করা থাকে তার উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় সংসদের দুই কক্ষ ব্যতিরেকে শুধু মন্ত্রিসভার সম্মতিতে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষানীতি গণতন্ত্রের অধিকারকে খর্ব করে। শিখা হল জাতির মেরুদণ্ড। বাইবেলের সিমসনের গল্পে নোয়া পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, যা শুধু নোয়ার প্রার্থনী ছিল না, এটা সর্বকালের সর্বমনের প্রার্থনা। আবার যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী সমগ্র মানব হৃদয়ের প্রার্থনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে আলোতে নিয়ে যাও। জীবনের স্বাভাবিক এই যে ধর্ম বৃদ্ধি ও বিকাশ তার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষা।

এক্ষেত্রে বিকেকানন্দের বাণী প্রণিধানযোগ্য অন্তরাগত সম্প্রসারণ। এই শিক্ষা হবে সামাজিক শিক্ষা। তার জন্য প্রয়োজন বিসেষ হবে সামাজিক শিক্ষা। তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষানীতি যার অনুশীলনে শিক্ষার্থীর অন্তমুর্খী ও বহির্মুখী শিক্ষার সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে । শিশুর দেহে তৈরি হবে সুন্দর মন। একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে, বিশ্বের দরবারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সবার আগে দেশের শিক্ষা নীতি সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ সেই যুগের 'এলিটরা' শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উফলব্ধি করেছিলেন। ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালেয়ে কমিশন গঠিত হয়েছিল, তখন সেই কমিশনের একমাত্র হিন্দু সদস্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার বিস্তার বিষয়েও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আবার ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন দেশবাসীকে স্বদেশবিমুখ করে তুলেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সমাজভিত্তিক চর্চা। যার প্রতিফল আমরা রবীন্দ্রমানসেও লক্ষ্য করি। শিক্ষা সংস্কারকে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ। সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র আবার স্বীকার করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্বর কথা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার না করলেও মাতৃভাষা চর্চার ওফর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা মাতৃভাষার বেদীর ওফর প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একদিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৬৩ সালে বিশ্বকবি জানিয়েছিলেন তাঁর পরিণত মনের শেষ কামনা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই.......... তার বালক মূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি দেখি ললাটে তার নিজাসন। অর্থাৎ আজ ২০২০'র জাতীয় শিক্ষামীতি যে মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর জোর দিতে তার সূত্রপাত কিন্তু সেই মনীষীদের সময়ে থেকেই আবার ১৯০৬ সালে যে জাতীয় শিক্ষামীতি গৃহীত হয়েছিল তার অন্যতম দু'টি দিকের প্রতিফলন বর্তমান শিক্ষানীতিতে আমরা লক্ষ্য করি চার বছরের সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণির পাঠক্রম, বিদেশি ভাষা ইংরেজি পরিহার করে বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এটাও ঠিক যে ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর না হওয়ায় ১৯৮৬ সালের ২১ এপ্রিল যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতগুলি সুষ্ঠু দিক ছিল---সকলের জন্য শিক্ষা, সংবিধানের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষানীতি, একটি নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত সমভাবে শিক্ষাবন্টন, ১০+২+ ৩ এর শিক্ষাক্রম, অনুন্নত সম্প্রদায়, তপসিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সয়স্কদের জন্য শিক্ষার প্রসার ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা নামের কর্মসূচি গ্রহণ, মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন স্বয়ংশাসিত কলেজ মুক্তশিক্ষা ও দূরগত শিক্ষার প্রণয়ন, বিদ্যালয় স্তর থেকে কম্পিউটার শিক্ষা, শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যখনই কোন শিক্ষানীতির প্রবর্তন হয়, তার ফলপ্রসূ দিক যেমন থাকে, তেমনই ব্যর্থতার দিকও থাকে। তাই পূর্বের শিক্ষানীতির ভালো বন্দ বিচার করে শিক্ষণ শিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ শিক্ষকদের ধারাবাহিক বিকাশ, শিক্ষার পরিকল্পনা, প্রশাসন পরিচালনাকে গতিশীল করা এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ বৃদ্ধি ও বৈচিত্রের নিশ্চয়তা দানের নায় নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হল। কিন্তু এটা ভাবার অবকাশ রাখে যে কোন শিক্ষানীতি হয়ে উঠুক এটা কাম্য নয়। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে পাঠক্রম হবে ৫+৩+৩+৪-এর। বিদ্যালয় স্তরে সেমিস্টার পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হবে। এই পদ্ধতি চালু হলে পড়া শেষ করার কোনও শর্ত না থাকায় ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়তে পারে। যেখানে আমাদের দেশে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সবেমাত্র সেমিস্টার সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করেছে, সেখানে বিদ্যালয় স্তরে এই পরিকল্পনা গ্রহণ আদতে কতটা কার্যকরী হবে, তা সন্দেহর অবকাশ রাখে। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের পরিবর্তে সেমিস্টার ব্যবস্থা মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বকে হ্রাস করে মূলত জ্ঞানের গভীরতাকেই হ্রাস করবে। যেখানে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক প্রাথমিকে অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থা বর্তমান, সেখানে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্তি সঠিক পরিকল্পনার অভাবে প্রলম্বিত হবার আশঙ্কা রাখে। নয়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ শিক্ষিত যুবসমাজ তৈরি হবে, মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষের একটা বড় অংশ ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার এবং তাদের ড্রপ আউটের সংখ্যা কমাতে মিড ডে মিল দেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব হ্রাস পেলে ১০০ শতাংশ শিক্ষিত সমাজ গড়া কখনওই সম্ভব নয়। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মিলিয়ে মিসিয়ে পছন্দমতো বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আনন্দজনত পরিবেশ সৃষ্টি করবে, তেমনই শিক্ষার্থীর মনের খোরাক জুগিয়ে তার জ্ঞানের ভিতটিও মজবুত রাখবে। যদিও মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্বদান অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বামীজিও বলেছিলেন, মাতৃভাষাই হবে জনশিক্ষার বাহন। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য একাধিক ভাষা শিকতে হবে। জনগণ সংস্কৃতের মতো কোনও প্রাচীন ভাষা উপেক্ষা করলে ফল দাঁড়ায় কতিপয়ের বিশেষাধিকার। সেদিক থেকে ২০২০ শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণ, মাতৃভাষা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় গুরুত্ব প্রদান অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। আবার এই নীতিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও ভোকেশনাল শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষা পাবার অধিকার সবার আছে। যারা শিল্পী পাবার অধিকার সবার আছে। যারা শিল্পী বা কারিগর বৃত্তি অবলম্বন করবে আর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হবে তাদের সবাইকে এক ছাঁচে ঢেলে তৈরি করতে যাওয়া মূর্খামি। শিক্ষাপ্রাঙ্গণে নমনীয়তা এলে শিক্ষার্থীর ভাবসমূহ চরিতার্থ হবে, ফলে একদল শিক্ষার্থী সমৃদ্ধ করবে দেশের শিল্পভাণ্ডার ও অপরদল জ্ঞানভাণ্ডার। তবে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ বদল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ বদল অনেক সময় মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বা শিক্ষার সুযোগ সংকোচনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, মুক্তিস্নাত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনীতির প্রয়াসকৃত অনুপ্রবেশ সেদেশের ভাবী নাগরিকদের কমিউনিস্ট স্টেটের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। নাৎসী জার্মানিতে বিদ্যালয়ের প্রাতাহিক কর্মসূচিতে আসন গেড়ে বলেছিল হিটলার স্যালুট। গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নিষ্পেষিত হয়েছিল হিটলারী বুটের তলায়। শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ বানচাল হয়ে এসেছিল আত্যন্তিক কেন্দ্রিকতা। এই ধরনের জাতীয় শিক্ষানীতি সর্বদা পিছিয়ে পরা শিক্ষানীতি। উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনায় 'হকি' নামক নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেন এই ধরনের কেন্দ্রিকরণে দৃষ্টান্ত হয়ে না ওঠে। অনাথায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কর্পোপেট কায়দায় চলা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। যে কোনও পলিসি যেহেতু একটু দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া তাই তার বাস্তবায়নের আগে শিক্ষাব্রতীগণের দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষতা কাম্য হয়। অন্যাথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কল কারখানায় পরিণত হয়ে শ্রমিক তৈরির হাতিয়ার হয়ে উঠলে দেশের সার্বিক ক্ষতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় পাশ করা নয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীতি হওয়ার উপায়। তাই কোনওরকমে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে শিক্ষার উঁচু স্তূপের উপর বসে রইলাম, তারপর কোনও রকমে একটা ইমারত বানিয়ে নিলাম, না হল অট্টালিকা, না হল বসবাসযোগ্য আশ্রয়। সেদিক থেকে ২০২০ শিক্ষানীতি যে শিক্ষকদের পঠন পাঠন ব্যতিরেকে অন্য যাবতীয় কাজ থেকে নিরস্ত থাকার কথা ঘোষণা করেছে, সেটা খুবই বৈজ্ঞানিক। এতে সুষ্ঠু পাঠদান শুধু নয়, তাঁর সবটুকু উজাড় করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে মনোনিবেশ করতে পারবেন। আবার অপর দিকে উচ্চ শিক্ষায় যে মাল্টিপল এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট প্রক্রিয়া চালু হলতার মাধ্যমে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যখন বুঝতে পারবে যে ডিগ্রি সম্পূর্ণ করতে না পারলে ডিপ্লোমা বা সার্টিফায়েড হয়ে যাবে, তখন শিক্ষার্থীর জ্ঞান আরোহণে স্পৃহা হ্রাস পাবে। আবার যদি তুল্যমূল্য বিচার করি যে সকল শিক্ষার্থীর নিজ প্রয়োজনে ন্যূনতম শিক্ষা গ্রহণের পর চাকুরির প্রয়োজন তাদের আর দীর্ঘ ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স সম্পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন হবে না। যাই হোক দীর্ঘ আলোচনার শেষে এটা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনওই বাণিজ্যিকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ নয়। ২০২০-র সমগ্র শিক্ষামীতি জুড়ে যে বিরাট ভাবনা তার বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পরিকাঠামো ও আর্থিক জাগান থাকা দরকার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লকডাউন আর আনলক প্রসঙ্গ

গৌতম রায়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সিপিআই (এম) নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন উনি জল ঘুলয়ে না খেলে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন না। কোভিড-১৯ লকডাউন, আনলক, আবার শনি-মঙ্গলবারের পুজোআচ্চার মতো সপ্তাহে দু'দিন লকডাউন, বাকি দিনগুলি, চল পানসি বেলঘরিয়া---এইসব দেখে মনে হচ্ছে, সুজনবাবুর উদাহরণের থেকে আর ভালো কোনও মূল্যায়ন বুঝি বা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে হতে পারে না।

গোটা দেশে যখন পুরোমাত্রায় লকডাউন চলছে, সেই সময়কালে আমাদের রাজ্যের মানুষকে একদম রাজনৈতিক কারণে লকডাউনকে কার্যত উপেক্ষা করাবার জন্যে প্রতিদিন বিকেল নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন নামক আড্ডা তথা খোশ গল্প থেকে প্ররোচনা ছড়িয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে বসে থাকা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব করোনা অতিমারির কালে যে এভাবে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক বকবক বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের সামনে বসে অনর্গল করে যেতে পারেন, এটা মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে না দেখলে বুঝতেই পারতেন না। জানতেই পারতেন না। কেবল অপ্রসাঙ্গিক কথাবার্তাই নয়, সাধারণ মানুষের কাছে করোনা অতিমারি ঘিরে একটা তাচ্ছিল্য, অবহেলা এবং কোনও অবস্থাতেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত সতর্কতা মানব না---এই মানসিকতা তৈরির প্ররোচনা যে একজন মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেন, মানুষ জানতেই পারতেন না মমতার কথাগুলো না স্বকর্ণে শুনলে।

লকডাউন বিষয়টিকেই কেন্দ্রীয় সরকার একটা ভয়ঙ্কর অপরিকল্পিতভাবে দেশের মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রে চাপানো অপিকরকল্পনা আর অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও ভয়াবহ একটা জায়গাতে পৌঁছে দিয়েছেন। মমতা আর তাঁর প্রশাসন। করোনাকে ঘিরে ভাবনা চিন্তা যখন থেকে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল তখন থেকেই গোটা বিষয়টি নিয়ে মমতা এমন কিছু আচরণ করে যাচ্ছিলেন মন্তব্য করছিলেন যাতে বিষয়টি ঘিরে সিরিয়াসনেসের মানসিকতাই মানুষের ভিতরে তৈরি হতে পারছিল না। ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ খেলে করোনা প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে। লেবু খেলে করোনা প্রতিরোধ শক্তি বাড়বে---এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক কথা বলে তিনি সাধারণ মানুষের ভিতরে অসুখটি সম্পর্কে সঠিক চেতনা, বিজ্ঞানসম্মত সতর্কতার দৃষ্টিভঙ্গিই গড়ে উঠতে দেননি। তার সাথেই ছিল রোগী এবং মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর একটা অদ্ভুত প্রবণতা। রোগ নির্ণয়ের জন্যে পরীক্ষা এড়িয়ে রোগীর সংখ্যা কমিয়ে মৃতের সংখ্যা কমিয়ে একটা কিম্ভুতুরে আত্মতৃপ্তি পেতে চেয়েছিলেন মমতা। করোনাতে মৃত্যু হলে ও মৃত্যুর কারণ হিসেবে ভিন্ন কিছু লিখতে হবে এই ধরনের তুঘলকি ফতোয়া দিয়ে গোটা বিষয়টিকে কেবল লঘুই করেননি, রোগটি যাতে অতিমারি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সে বিষয়ে বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা স্বয়ং পালন করেছিলেন। এই অবস্থায় যা হবার তাই হয়েছে। মমতা নিজে কোনও আন্তর্জাতিক স্তরের পরামর্শ শোনেনি। বিরোধীদের পরামর্শ শোনেনি ব্যক্তি পছন্দের চিকিৎসক যিনি ভাইরোলজিস্টও নন, তাঁকে দিয়ে প্রচার করিয়েছেন করোনা আদৌ প্রাণঘাতী কোনও রোগই নয়। এমনকি এই রোগে কোনও ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই। এ ধরনের প্রচার এবং মমতার কার্যত দিশেহারা ভূমিকার জন্যে এই রাজ্যে এখন করোনা জমিত পরিস্থিতিকে অতিমারি মহামারির জনিত আখ্যায় আখ্যায়িত করলেও খুব কম বলা হবে।

পথেঘাটে হাটেবাজারে যেখানেই যান, ক্লান্ত অভুক্ত জীর্ণ শীর্ণ মানুষের যেন মিছিল বেরিয়েছে। একটু বেলা হলে রাস্তার এখানে সেখানে চারটি শাক, একখাবলা পটল, ভেন্ডি, পেঁপে নিয়ে বেচতে বসা শীর্ণ নারীপুরুষের ক্লান্স মুখমন্ডল বিক্রি না হওয়ার হতাশাতে ক্লিন্ন। ওইটুকু সবজি বিক্র করলে তার ঘরের চুলো জ্বলবে। হাঁড়ি বসবে। ভাত ফুটবে। কয়েকটা ভুখা পেটে দানাপানি পড়বে । এটুকু সবজি পুরোটা এত বেলা হয়ে যাওয়ার পরেও সে বেচতে পারেনি। এগুলো সংরক্ষণ করা, অর্থাৎ ফ্লিজে রেখে দিয়ে কাল নিয়ে এসে বিক্রি করা, তারকাছে স্বপ্ন। এগুলোর পুরো দামও হয়ত মহাজনকে পুরোপুরি দিতে পারেনি। সারাদিনের রোজ ঝলসানো সবজি তো আর মহাজন ফেরত নেবে না। নিজে যদি বাড়িতে রান্না করে খায়ও রাধবার উপকরণ তার কোথায়? কেরোসিন তেল আছে ঘরে? প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় গ্যাসের চুলোর স্বপ্নই তো সে কেবল দেখে গেছে। নিখরচার গ্যাস নাকি মোদি সরকার দিচ্ছেন। অথচ সেই গ্যাস নিতে গেলে ডিলারের কাছ থেকে বাজার দামেরও বেশি কড়ি ফেলে তেল মাখতে হবে। মানে গ্যাসের উনুন কিনতে হবে। পাইপ কিনতে হবে, রেগুলেটার কিনতে হবে। কোন মোদি সরকার এই সবের খোঁজ রাখে? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

চলতি বছরেই বাংলাদেশের বাজারে গ্লোবের করোনা ভ্যাকসিন

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।।বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিস্কার নিয়ে উন্নত বিশ্বসহ সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের প্রতিযোগীতা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়ই আশার বানী শোনালেন দেশীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড। তাদের দাবি, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষেই দেশের বাজারে আসবে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন।

প্রতিষ্ঠানটির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডা. আসিফ মাহমুদ গনমাধ্যমকে এমনটাই জানান। করোনার ভ্যাকসিনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা এখনো অ্যানিমেল ট্রায়ালের মধ্যেই আছি। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এ ট্রায়াল শেষ হবে। সবকিছু ঠিক-ঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বরের মধ্যেই দেশের বাজারে ভ্যাকসিন আনার চেষ্টা করছি।

ডা. আসিফ মাহমুদ বলেন, অ্যানিমেল ট্রায়াল শেষে হিউম্যান ট্রায়ালের (মানুষের মধ্যে প্রয়োগ) জন্য আবেদন করা হবে। হিউম্যান ট্রায়ালের তিনটি ধাপ শেষ করে ভ্যাকসিনটি বাজারে আসবে। ভ্যাকসিন প্রক্রিয়ার পরিক্রমায় কোনো প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। সব জায়গা থেকে আমরা প্রচন্ড উৎসাহ, উদ্দিপনা ও সহযোগীতা পাচ্ছি।

ডা. আসিফ বলেন, যেহেতু এখনো আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজ করে যাচ্ছি এখনো তাই আমাদের কোনো রেগুলেটারি বডির কাছে যেতে হচ্ছে না। আশা করছি, পরে আমরা সে সহযোগীতাও পাবো।

তিনি বলেন, একটাই প্রতিবন্ধকতা আছে। সেটি হলো আমাদের রি-এজেন্ট প্রয়োজন। একটা রি-এজেন্ট কিনে সেটা দেশে আনা সময়সাপে ব্যাপার। আমাদের যে রি-এজেন্টগুলো দরকার সেগুলো বাংলাদেশে কেউ করে না। সে জিনিসগুলো বিদেশ থেকে আনা ও কাস্টমস থেকে বের করা সময়সাপে ব্যাপার। এসব জিনিস নিয়ে আমরা একটু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। তবে এগুলো গতানুগতিক। তিনি জানান, অ্যানিমেল ট্রায়ালের জন্য ভ্যাকসিন দেয়ার পর কিছু অ্যানালাইসিস রয়েছে। যার জন্য আপাতত কিছু রি-এজেন্ট দরকার। সব জিনিস এখনো হাতে না এলেও চেষ্টা করে যাচ্ছি, খুব দ্রুতই সেগুলো চলে আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

অ্যানিমেল ট্রায়ালের জন্য ব্যবহৃত ভ্যাকসিনটি কতটুকু নিরাপদ ও কার্যকর জানতে চাইলে তিনি বলেন, হিউম্যান ট্রায়ালের আগে দুটি বিষয় অ্যানিমেল ট্রায়ালে অবশ্যই কনফার্ম করতে হয়। এই অ্যানিমেল ট্রায়াল শেষ করেই নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ধাপে যাব। ভ্যাকসিনটিকে এমনভাবে তৈরি করতে হচ্ছে যাতে সরাসরি মানুষের শরীরে দেয়ার উপযোগী হয়। এসব কারণে সময় একটু বেশি লাগছে বলে জানান ডা. আসিফ মাহমুদ। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের সব দেশই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এরইমধ্যে রাশিয়া ঘোষণাও দিয়েছে। এছাড়াও বেশকিছু দেশ থেকে ঘোষণা শিগগিরই আসতে পারে। তবে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন নিয়ে কেউ কাজ করছে এমনটা আমার জানা নেই। তাই দেশে কেউ যদি পারে তাহলে আমরাই পারবো। কারণ, কাজটা তো শুরু করেছি আমরা। গ্লোব এতদূর এসেছে থেমে যাওয়ার জন্য নয়। অবশ্যই এর শেষ দেখতে চাই আমরা। আমার মনে হয়, কেউ যদি পারে বাংলাদেশে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডই পারবে।

প্রসঙ্গত, গত ২ জুলাই প্রতিষ্ঠানটি দেশে প্রথম ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। সেদিন তারা জানায়, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কেন্দ্রে প্রাণীর ওপর ট্রায়াল চলছে এবং বাকি কাজ চলছে তাদের ল্যাবে। গত ৮ মার্চ তারা এই টিকা আবিষ্কারের কাজ শুরু করেন এবং সব পর্যায়ের কাজ শেষ করে দেশীয় বাজারে এ ভ্যাকসিনটি আসতে সময় লাগতে পারে আরো ৭ থেকে ৮ মাস। সে অনুসারে চলতি বছরের শেষেই দেশের বাজারে পাওয়া যাবে গ্লোবের তৈরি করোনা ভ্যাকসিন।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কখনোই দুর্বল হওয়ার নয়: খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৩।বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে; তা পৃথিবীর আর কোন দেশের সঙ্গে নেই। তাই এ সম্পর্ক কখনোই দুর্বল হওয়ার নয়।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে তার অফিস কে বাংলাদেশস্থ ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাসের সাথে সাাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সুস্থ ও সবল আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেটি রক্তের সম্পর্ক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতীয়রা রক্ত ও আশ্রয় দিয়েছে।তিনি বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে ভারতের কিছু চুক্তি, প্রকল্প ও কার্যক্রম রয়েছে। দু'দেশের কানেক্টিভিটি বাড়াতে নৌপথ অন্যতম একটা মাধ্যম হতে পারে। আমরা আলোচনা করে বিষয়গুলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

এসময় রীভা গাঙ্গুলী দাস বলেন, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক আছে। অনেক কাজ হয়েছে। আমরা করোনাভাইরাসের মধ্যেও একসঙ্গে কাজ করেছি। এটা সম্পর্ক কোজ হওয়ার কারণেই হয়েছে। এখানে ট্রেড চলছে। সাপ্লাই চেইনও ঠিক আছে। তিনি আরো বলেন, আমরা একসাথে অনেকগুলো প্রজেক্ট করেছি। ওভারঅল আমি খুবই খুশি। এটা দু'দেশের জন্য উইন উইন অবস্থান।

অসম চুক্তি রূপায়ণে ১১ সদস্যক কমিটির অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট আসু-র কাছে গেল কীভাবে, প্রশ্ন প্রদীপের, অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

শিলচর (অসম), ১৩ আগস্ট (হি.স.) : অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারা বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিপ্লব শর্মার নেতৃত্বে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি হাইপাওয়ার কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটি একটি প্রতিবেদন যথাসময় অসম সরকারের কাছে দাখিল করে। পরবর্তীতে অসম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ওই প্রতিবেদন পাঠিয়েও দিয়েছে। সেই রিপোর্টে কী বলা হয়েছে তা এখনও অসম তথা ভারতবর্ষের মানুষ জানেন না। কিন্তু সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) কী করে এই রিপোর্ট জনসমক্ষে পেশ করতে সক্ষম হলো? তা অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয়। নিশ্চয়ই এই হাইপাওয়ার কমিটির কোনও সদস্য আসু-র কাছে এই রিপোর্ট ফাঁস করেছেন! সংসদে এখনও এ ধরনের বিল পেশ হয়নি। রাজ্য বিধানসভায়ও এ সংক্রান্ত কোনও বিল নিয়ে আলোচনা হয়নি। কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তই এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। তার আগে আসু কী করে এই রিপোর্ট জনসমক্ষে নিয়ে এল? তাই গোটা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ওই সব প্রশ্ন তুলেছেন গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়। তিনি আসু-র এই কাজকে অসংবিধানিক আখ্যা দিয়েছেন।

সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা উপদেষ্টা গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায় বলেন, সরকারের কাজের অঙ্গ হিসেবে কোনও ক্ষমতাসীন কমিটির রিপোর্ট আগেভাগে অনৈতিকভাবে প্রকাশ্যে এনে আসু আইন বিরোধী কাজ করেছে। তাই আসু-র বিরুদ্ধে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো দাবি জানাচ্ছেন তিনি।

অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ৮০ শতাংশ চাকরি অসমিয়াদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে এবং অসমের জমিজমা, বাড়িঘর অসমিয়া ছাড়া কেউ ক্রয় করতে পারবেন না। এমন শর্তাবলির বিরোধিতা করেছেন প্রদীপ দত্তরায়। কারণ ১১ সদস্যক কমিটি কিন্তু সুপ্রিম অথরিটি নয়। যতক্ষণ না-কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার একে গ্রহণ করছে। তাই আসু-র এ সব কথা বলা যুক্তিহীন। আসলে আসু চাইছে অসমিয়া এবং বাঙালি, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে। আসু রাজনৈতিক দল গঠন করতে চলছে, এটা ২০২১-এর নির্বাচনে ফায়দা তোলার জন্য অসমিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের সেন্টিমেন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা।

অসমে বাঙালি ৩০ শতাংশ। তাই চাকরির জন্য যদি সংরক্ষণ থাকতেই হয় তা হলে বাঙালিকে ৩০ শতাংশ চাকরি দিতে হবে। এটা ন্যায্য দাবি। অসম হল বহুভাষিক রাজ্য। অসমে কেবল অসমিয়াদের বাস নয়। এখানে বাঙালির পাশাপাশি বড়োরা ৫০০ বছর ধরে রাজত্ব করছেন, আহোম রয়েছে, মিসিং রয়েছে, ডিমাসা রয়েছে, রয়েছে মণিপুরি, নেপালিও। এতসব জনসংখ্যার মধ্যে শুধু অসমিয়াদের জন্য ৮০ শতাংশ চাকরির দাবি সম্পূর্ণ অনৈতিক দাবি। এই দাবিকে কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, আসু একে নিয়ে রাজনীতি করে অসমের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করতে চাইছে। তাই অবিলম্বে আসু-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছেন প্রদীপ দত্তরায়।

তিনি আরও বলেন, অসম সরকার ইতিমধ্যেই অসমিয়াদের জন্য ৮০ শতাংশ চাকরি বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন আসু-র বক্তব্য ভিত্তিহীন। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু অসমে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বিভাগে চাকরি হয়েছে। সেখানে একজন বাঙালিও চাকরি পায়নি। এর জবাব সরকারের কাছে দাবি করেছেন প্রদীপ। বলেন, অসম সরকার বাঙালিদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে বঞ্চনা করেই চলেছে।

আরও বলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে তার ছিটেফোঁটাও নেই বরাক উপত্যকায়। এখানে ভাষা শহিদ স্টেশন নামাকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এটাকে আটকে রেখেছে। কী উদ্দেশ্যে আটকে রেখেছে তা অজ্ঞাত। তাই অসম সরকার যদিও এই ১১ সদস্য কমিটির কথা তুলতে চাইছে না তাঁরা বরাকের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে বঞ্চনা এবং বৈষম্য করে যাচ্ছে। এর বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যে সব সুবিধা রয়েছে তা কিন্তু শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেই।

৫০ বছরের পুরনো এই শিলচর মেডিক্যাল কলেজে একজন কার্ডিওলজিস্ট এবং একজন নিউরোলজিস্ট দিতে পারছে না সরকার। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিশেষ কোনও পরিকাঠামো নেই। অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আগামীকাল ১৪ আগস্ট শিলচর আসছেন। তাঁর কাছে প্রদীপবাবুর প্রশ্ন, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিলচরে ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার এবং ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি কোভিড হাসপাতাল নির্মাণের কী হল? এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে জানতে চেয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়।

লালকেল্লায় খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করতে চায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, দিল্লিতে জারি হাই এলার্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা খালিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন শিখ ফার জাস্টিস ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন দিল্লির লালকেল্লায় খালিস্তানের পতাকা উত্তোলনকারীকে ১২৫০০০ ডলার দিয়ে পুরস্কৃত করবে বলে ঘোষণা করেছে। এরপরই ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো তরফ থেকে ভারতের প্রত্যেকটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থাগুলিকে চূড়ান্ত সতর্ক করা হয়েছে। দিল্লিজুড়ে জারি হয়েছে হাই এলার্ট।

উল্লেখ করা যেতে পারে স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে ইউরোপের ইংল্যান্ড এবং অতলান্তিক পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি সমানভাবে সক্রিয়। ভারতের বরিষ্ঠ আমলাদের মতে এইসব সংগঠনের সঙ্গে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংগঠন আইএসআইয়ের যোগসাজশ রয়েছে। শিখ ফার জাস্টিসের আইনি পরামর্শদাতা গুরপতবন্ত সিং সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে সকলকে চমকে দিয়ে লালকেল্লায় খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করলে বহু মূল্যের পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি এও দাবি করেছেন যে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতে শিখদের জন্য পরিস্থিতি একই থেকে গিয়েছে। ভারতীয় কূটনীতিকদের মতে দেশের অভ্যন্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে এবং হিংসাকে আস্কারা দিতে এমন ধরনের ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজধানী দিল্লিতে কোন রকমের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য প্রায় ৪৫ হাজার নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও লালকেল্লার পার্শবর্তী ৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ফাঁকা বহুতলগুলিতে স্নাইপার মোতায়েন করা হবে। দুই হাজার স্নাইপার মোতায়েন থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিদেশে থাকা খালিস্থান সমর্থকরা দাবি করেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ইটালি, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে থাকা ভারতীয় দূতাবাসগুলির সামনে ১৫ আগস্ট রেফারেন্ডাম ২০২০ কর্মসূচির নাম করে গণভোটের শিবির আয়োজন করবে।

গভীর রাতে গায়ক জুবিন গার্গের ওপর হামলার চেষ্টা, মূল অভিযুক্ত হীরক রাজবংশীকে ধরতে অভিযান পুলিশের

গুয়াহাটি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার মধ্যরাত প্রায় ১২.৪০ মিনিটে গুয়াহাটির গণেশগুড়িতে গণেশমন্দিরের কাছে ছয় দুর্বৃত্ত জুবিন গার্গের গাড়ি আটকে তাঁর ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। ঘটনার পর ভুক্তভোগী বলিউড তথা প্রখ্যাত গায়ক জুবিন গার্গ জনৈক হীরক রাজবংশীকে মূল অভিযুক্ত করে এবং তার গাড়ির নম্বর উল্লেখ করে দিশপুর থানায় এফআইআর করেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। রাজ্যের গৃহ দফতর ঘটনার তদন্ত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে দায়িত্ব দিয়েছে গুয়াহাটি মহানগরের পুলিশ সুপার মুন্নাপ্রসাদ গুপ্তাকে।

জানা গেছে, বুধবার রাতে স্টুডিওয় গান রেকর্ডিং করে কাহিলিপাড়ায় নিজের বাসগৃহে যাওয়ার সময় গণেশগুড়িতে গণেশমন্দিরে সামনে জুবিনের গাড়ি আগলে ধরে এএস ০১ বিওয়াই ০৬৭৫ নম্বরের একটি দামি কার। জুবিন তাঁর গাড়ি গতিরোধ করেন। গাড়ি থেকে বের হলে তাঁকে অকথ্য অশ্লীল বাক্যবাণে বিদ্ধ করে হাতে হাতে বিয়ারের বোতল নিয়ে জুবিনের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে আগন্তুক ছয় দুর্বৃত্ত। কিন্তু দুই নিরাপত্তারক্ষী থাকায় দুর্বত্ত-হামলা থেকে রক্ষা পান জুবিন গার্গ।

এদিকে ঘটানার পর জনৈক হীরক রাজবংশীকে মূল অভিযুক্ত করে দিশপুর থানায় এফআইআর করেন জুবিন গার্গ। সেই সঙ্গে এএস ০১ বিওয়াই ০৬৭৫ নম্বরের গাড়িতে করে ছয় দুর্বত্ত এসেছিল বলেও এফআইআরে উল্লেখ করেছেন অভিযোগকারী জুবিন। এফআইআরের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।মহানগর পুলিশ কমিশনার মুন্নাপ্রসাদ গুপ্তা জানান, ঘটনার মূল অভিযুক্ত হীরক রাজবংশী পূব শরণিয়ার বাসিন্দা। তার বাসগৃহে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। হীরক ফেরার। তাকে না পেয়ে তার ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার জানান, শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

এদিকে গতরাতে জুবিনের সঙ্গে সংগঠিত ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থ-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা প্রমুখ। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, গতকাল রাতে যা ঘটেছে, তা নিন্দারও কম। জুবিন গার্গের সঙ্গে যদি সে সময় দুই দেহরক্ষী না থাকতেন তা হলে পরিস্থিতি ভয়ানক হতো। গুয়াহাটি মেট্রোর পুলিশ কমিশনার মুন্নাপ্রসাদ গুপ্তাকে ঘটনার তদন্ত করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তৎকালীনভাবে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে।

প্রসঙ্গত, দিন তিনেক আগে অসম সরকার জুবিন গার্গকে রাজ্যের অ্যাগ্রিকালচার ব্র্যান্ড অ্যাম্বেস্যাডর করার কথা ঘোষণা করেছিল। এর পরই জুবিন বিজেপি তথা বিজেপি সরকারের হাতের পুতুল হয়ে গেছেন বলে কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক দল-সংগঠন থেকে প্রচণ্ড ক্ষোভ জাহির করা হচ্ছে। এরই সূত্রে গতকাল রাতে তাঁর ওপর হামলা সংগঠিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধাচরণ করে গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে অসমে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তখন জুবিনও তাঁর গানে-ভাষণে সিএএ-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। এবার বিজেপি সরকারের কৃষি বাণিজ্য দূত হওয়ায় তাঁর এককালের সতীর্থরা প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠেছেন।

নাগা শান্তিচুক্তি মণিপুরের অখণ্ডতায় প্রভাব ফেলবে না : মুখ্যমন্ত্রী বীরেন

ইমফল, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : নাগা শান্তিচুক্তি রাজ্যের অখণ্ডতায় কোনও প্রভাব ফেলবে না, দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। আজ বৃহস্পতিবার ইমফলে দেশপ্রেমিক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারত সরকার ও এনএসসিএন (আইএম)-এর মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে মণিপুরবাসীর মতামত নেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এনএসসিএন (ইশাক-মুইভা / আইএম)-এর সঙ্গে গত ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিঙের উপস্থিতিতে ভারত সরকারের এক 'প্রারম্ভিক চুক্তি' (ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেদিনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এনএসসিএন-এর তদানীন্তন চেয়ারম্যান ইশাক চিশি স্যু (২০১৬ সালের ২৮ জুন প্রয়াত) এবং সাধারণ সম্পাদক থুইঙ্গালেং মুইভা। স্বাক্ষরিত ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টে নাগাল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও মূলত চুক্তিতে কী রয়েছে তা আজও সর্বসমক্ষে আনা হয়নি। এতে কী আছে, তাকে কেন্দ্র করে নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন মহলের পাশাপাশি পার্শবর্তী অসম, মণিপুরের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি, ইউনাইটেড কমিটি অব মণিপুর এক প্রেস বিবৃতিতে কড়া ভাষায় বলেছে, কেন্দ্রের অবিবেচক সিদ্ধান্ত মণিপুরের বিরুদ্ধে হলে ভবিষৎ কর্মসূচি ভেবে রাখতে প্রস্তুত মণিপুরবাসী।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং দেশপ্রেমিকদের আত্মবলিদানে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজকের দিনটি স্বাধীনতার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। তাই এই দিনটিকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

মেঘালয়ে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার, ২৪টি শূকরের মৃত্যু রিপোর্টের অপেক্ষা ৪৯টি-র

শিলং, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : করোনা-প্রকোপের মধ্যে মেঘালয়ে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার থাবা বসিয়েছে। ওই ফিভারের থাবায় ২৪টি শূকরের মৃত্যু হয়েছে। আরও ৪৯টি শূকরের মৃত্যুর তথ্য চূড়ান্ত নিশ্চিত হওয়ার অপেক্ষায়। এই ঘটনায় যে গ্রামে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে শূকরের মৃত্যু হয়েছে সেখানে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসং বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৭৩টি শূকরের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তার মধ্যে ২৪টি আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণ মিলেছে। বাকি ৪৯টি শূকরের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, পূর্ব খাসিপাহাড়, রি-ভই, জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলার ১২টি গ্রামে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, মেঘালয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শূকরের মৃত্যু হয়েছে যে ১২টি গ্রাম সেগুলোকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, কন্টেইনমেন্ট জোন থেকে কোনও শূকর বিক্রি কিংবা পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাঁর দাবি, মেঘালয় সরকার ওই রোগের সংক্রমণ আর যাতে না ছড়ায় তার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

বিহারের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব তেজস্বী

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): করোনা আক্রান্তের প্রকৃত পরিসংখ্যান আড়াল করছে বিহার সরকার। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব।এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, ১০ হাজার পরীক্ষা যখন করা হচ্ছিল তখন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার। ছয়ের পাতায়

এনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): এনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ২০২০ খসড়া প্রস্তাবনা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব একাধিক মহল।বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও এ বিষয়ে সরব হয়েছে। তাদের মতে পরিবেশ রক্ষার্থে আইনের যেসব রক্ষাকবচ রয়েছে তা তুলে নেওয়া হবে এর মাধ্যমে।

পরিবেশকে ধ্বংস করছে কেন্দ্র বলে অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।একই ইস্যুতে একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রবন্ধ লিখে কেন্দ্রের এই ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত নিজের প্রবন্ধে সোনিয়া গান্ধী লিখেছেন, "প্রকৃতিকে আপনি যদি রক্ষা করেন তবে প্রকৃতিও আপনাকে রক্ষা করবে।সম্প্রতি গোটা বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারীর যে সংকট তৈরি হয়েছে তার থেকে নতুন শিক্ষা পাচ্ছে মানবজাতি।ফলে পরিবেশকে রক্ষা করাই আমাদের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত।"

মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সোনিয়া গান্ধী লিখেছেন, উন্নয়নের নাম করে পরিবেশকে ধ্বংস করেছে আমাদের দেশ।কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা রয়েছে।সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় রয়েছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে গত ছয় বছরে তাদের রেকর্ড ঠিক নয়। করোনা মহামারীর এই সংকটকালে সরকারের ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। ইজ অব ডুইং বিজনেস এর নামে পরিবেশকে ধ্বংস করে ছাড়ছে প্রশাসন।

একই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। তিনি এই খসড়া প্রস্তাবনাকে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, প্রকৃতি নিজে সংরক্ষিত থাকলেই সে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে।ফলে নতুন যে প্রকৃতির সংক্রান্ত বিধি তৈরি করতে চলেছে প্রশাসন তা প্রত্যাহার করা হোক।

জুবিন গার্গকে বিতর্ক থেকে দূরে রাখার আহ্বান অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : জুবিন গার্গকে বিতর্ক থেকে দূরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বুধবার গভীর রাতে গণেশগুড়িতে গণেশমন্দিরের কাছে অসমে যুবসমাজের হার্টথ্রব বিশিষ্ট গায়ক জুবিন গার্গের ওপর দুষ্কৃতী-হামলা এবং তাঁকে নিয়ে সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট বিতর্কের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এই আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী ড, শর্মা। মন্ত্রী বলেন, জুবিনের কোনও আন্দোলনের পথে যাওয়া উচিত নয়, তিনি বিজেপি বা কংগ্রেস ইত্যাদি যে কোনও দলে যোগদান করুন তা-ও চাই না। তিনি সাংস্কৃতিককর্মী। সংস্কৃতি নিয়েই তাঁকে থাকতে দিন, বিতর্ক সৃষ্টিকারীদের প্রতি এই আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী। মূলত গত দিন তিনেক আগে অসম সরকার জুবিন গার্গকে রাজ্যের অ্যাগ্রিকালচার ব্র্যান্ড অ্যাম্বেস্যাডর করা হবে বলে ঘোষণা করেছিল। এর পরই জুবিন বিজেপি তথা বিজেপি সরকারের হাতের পুতুল হয়ে গেছেন বলে কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক দল-সংগঠন থেকে প্রচণ্ড ক্ষোভ জাহির করা হচ্ছে। এরই সূত্রে গতকাল রাতে তাঁর ওপর হামলা সংগঠিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধাচরণ করে গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে অসমে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তখন জুবিনও তাঁর গানে-ভাষণে সিএএ-এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। এবার বিজেপি সরকারের কৃষি বাণিজ্য দূত হওয়ায় তাঁর এককালের সতীর্থরা প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠেছেন।

বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্লাজমা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তখন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় জুবিনের ওপর সংগঠিত হামলার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ওই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তাঁর সমালোচনা না করার আহ্বান জানান মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, তিনি যদি কোনও বক্তব্য পেশ করতে চান তা হলে তাকে তা থেকে বিরত রাখা উচিত। তাঁকে এই আন্দোলনে, সেই আন্দোলনে যেতেও বারণ করা উচিত। হিমন্তবিশ্বের মতে, রাজনীতি এবং আন্দোলনের জন্য বহু মানুষ আছেন। জুবিনকে আমি মনেপ্রাণে চাই তিনি অসমের কলা-সংস্কৃতি ধরে রাখুন। সেজন্য জুবিন বিজেপি বা কংগ্রেসি হোন তা চাই না। জুবিনকে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষেও চাই না, বলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী বলেন, গতকাল রাতে যা ঘটেছে, তা নিন্দারও কম। জুবিন গার্গের সঙ্গে যদি সে সময় দুই দেহরক্ষী না থাকতেন তা হলে পরিস্থিতি ভয়ানক হতো। গুয়াহাটি মেট্রোর পুলিশ কমিশনার মুন্নাপ্রসাদ গুপ্তাকে ঘটনার তদন্ত করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বলেন, দিশপুর থানায় জুবিন যেহেতু হামলাবাজদের গাড়ির নম্বর সংবলিত এফআইআর করেছেন, তা হলে তৎকালীনভাবে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে।

অসমের একাংশ মানুষ শিল্পীদের জীবদ্দশায় সম্মান দিতে জানেন না বলে ভারতরত্ন সুধাকণ্ঠ ড় ভূপেন হাজরিকার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। বলেন, ভূপেন হাজরিকা যকন জীবিত ছিলেন, তখন অসমের মানুষ তাঁরও ন্যাক্কারজনকভাবে সমালোচনা করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির জন্য সেই সকল মানুষই অশ্রু ঝরিয়েছেন। কিন্তু ওই অশ্রু তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি। জীবদ্দশায় যদি জাতি তাঁকে সম্মান দিতে না পারল এখন সম্মান ও কান্নার কতটুকু মূল্য আছে, আমি জানি না, বলেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাই জুবিন গার্গকে নিয়ে এখনই রাজনীতি বন্ধ করতে সব দল ও সংগঠন মায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারী জনতার প্রতি আহ্বান জানান তিনি। বলেন, জুবিনের সহজসরল মনটাকে কারোর ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। এ ধরনের ঘটনা জাতির জন্য দুখ ডেকে আনবে।

এছাড়া জুবিন গার্গকে নিয়ে ফেসবুকেও বিতর্ক করা ঠিক নয়, কেননা, আমরা কেউ-ই জুবিন গার্গ হতে পারব না, জুবিন জুবিনই। জুবিনের যে গুণ আছে তার সমকক্ষ আমরা হতে পারব না। এজন্যই বিতর্ক থেকে তাঁকে দূরে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তাঁকে আরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। অসম মাতৃর জন্য সুনাম ও গৌরব আনতে হবে তাঁকে। রাজনীতির জন্য আমরা আছি, বলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী বলেন, পুলিশকে জুবিনের সুরক্ষা দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। অসমিয়া মানুষকেই তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কখনও যখন আন্দোলনের সময় জুবিনের বিষয়ে দু-একটি কথা বলি তখন আমারও দুঃখ হয়, মন্তব্য মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার।

করোনা-টেস্ট কমল পাকিস্তানে, নতুন করে সংক্রমিত ৭৫৩ জন

ইসলামাবাদ, ১৩ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ টেস্ট অনেকটাই কমল পাকিস্তানে। ৬৮,৪৭০ থেকে নেমে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানে করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা এসে দাঁড়াল ৬৭,২৯০। পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৩৮টি পরীক্ষাগারে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৭,২৯০টি করোনা স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে মাত্র ১০ জনের। ৭৫৩ ও ১০ বেড়ে পাকিস্তানে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-২৮৬,৬৭৪ এবং ৬,১৩৯ জন।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ফুসফুসের জন্য উপকারী খাবার

কিছু খাবার রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ফুসফুস সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।কোভিড-১৯'য়ের কারণে ফুসফুস আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ফুসফুসের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ফুসফুস সুস্থ রাখতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। হলুদ: নিয়মিত হলুদ খাওয়া শ্বাসযন্ত্রে বাতাস চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে। এতে আছে কারকিউমিন যা ফুসফুস প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদ কাঁচা বা গুঁড়া করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে রোগ বালাই দূরে থাকে। গ্রিন টি: শ্বাসযন্ত্র সুস্থ রাখতে গ্রিন টি বেশ কার্যকর। এটা উপকারী পলিফেনল সমৃদ্ধ। এছাড়াও এর প্রদাহনাশক উপাদান ফুসসসের প্রদাহ কমায়। শ্বাসযন্ত্রের নানান সমস্যার মধ্যে ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও এম্ফেসিমা অন্যতম। এম্ফেসিমার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা বা 'শর্ট বেথ' দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, দৈনিক দুই কাপ গ্রিন টি খাওয়া এই

ধরনের সমস্যার ঝুঁকি কমায়।পুদিনার চা: এর রয়েছে নানা ঔষুধি গুণ। গরম পুদিনার চা মিউকাস, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করে। পুদিনার চা ফুসফুসের সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার কারণে জমে থাকা শ্লেষ্মা, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করতে পারে। আদা: ঠাণ্ডা ও কাশির ঘরোয়া সমাধান। এর প্রদাহরোধী উপাদান শ্বাসযন্ত্র থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে। এতে রয়েছে ভিটামিন ও নানা রকম খনিজ- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিটা-ক্যারটিন ও জিংক। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে আদা ফুসফুসের ক্যান্সারের কোষ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মৌসুমি ঠাণ্ডা ও সংক্রমণ দূর করতে আদার চা বিশেষ উপকারী।রসুন: রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন, যা শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ। এটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে এবং ফুসফুসের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দূর করে। এছাড়াও এটা প্রদাহ কমায় এবং হাঁপানি ও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

সহজেই তৈরি করুন সন্দেশ

সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করলে রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিনের রেসিপিতে সহজেই তৈরি করতে পারেন।সন্দেশ বানাতে লাগবে: এক লিটার দুধের ছানা। চিনি স্বাদ মতো। আস্ত এলাচ ২টি। ঘি ১ টেবিল-চামচ। গুঁড়া দুধ ২ টেবিল-চামচ।ছানা তৈরি: ১ লিটার ফুল ফ্যাট বা পূর্ণ ননী যুক্ত তরল দুধ জ্বাল দিন। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বার বার নেড়ে দিতে হবে যেন উপরে সর বসে না যায়।দুধ ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে ৩-৪ কাপ টক দই দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন।

আবার চুলা ধরিয়ে কম আঁচে চামচ দিয়ে হালকাভাবে নাড়তে হবে। আস্তে আস্তে দুধ ছানা হতে শুরু করবে।দুধ ও ছানার পানি যখন আলাদা হয়ে আসবে তখন ১ গ্লাস ঠাণ্ডা বরফ পানি ঢেলে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।সুতির কাপড়ে ছানাটা নিয়ে আবার পানি দিয়ে আলতো হাতে ধুয়ে নিন। হাতে নিয়ে জোরে চেপে পানি বের করার দরকার নেই। ছানার কাপড়টা মুড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিন, তাতেই ছানার বাকি পানি বের হয়ে যাবে।যখন ছানার পানি পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে তখন ছানা প্লেটে নিয়ে আলতো হাতে মথে নিন। তবে খেয়াল রাখতে হবে খুব জোরে জোরে নয় শুধু ছানার দানাগুলো ভেঙে ছানাটা মিশে গেলেই হবে।সন্দেশ তৈরি: ছানার দলাগুলো আগে হাতে মথে নিন। প্যানে ঘি গরম করে ছানা, এলাচ, গুঁড়া দুধ, চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সবকিছু মিশে আঠালো হয়ে আসলে এলাচ তুলে ফেলে ঘি ব্রাশ করা বাটিতে নিয়ে বিছিয়ে ঠাণ্ডা করুন। সন্দেশের আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

কোভিড-১৯: বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ 'বেশি ঝুঁকিতে'

বিশ্বের প্রায় ১৭০ কোটি বা এক-পঞ্চমাংশ মানুষের অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আছে যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে; ব্রিটিশ এক মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে এসেছে এমন তথ্য।ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ-এ সোমবার প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স্ক মানুষের অঞ্চলে এবং আফ্রিকার মতো এইচআইভি/এইডস-এর উচ্চ প্রবণতার অঞ্চলে করোনাভাইরাস মহামারীর ঝুঁকি বেশি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮০ লাখের বেশি মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা গেছে। মারা গেছে ৪ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি। বিভিন্ন দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৃতদের সিংহভাগই বয়স্ক মানুষ।

১৮৮টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ধারণা পেয়েছেন, বিশ্বে সত্তরোর্ধ জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগের মতো কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন। তারা নতুন করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এলে অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন।অন্যদিকে কাজ করতে সক্ষম এমন বয়সীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ আছে ২৩ শতাংশের। আর ২০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তা ৫ শতাংশ।

ওই নিবন্ধের অন্যতম লেখক লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের অ্যান্ড্রু ক্লার্কের মতে, এই সংখ্যাগুলো লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল করার পথে থাকা দেশগুলোর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে। "দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা মানুষদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিতে অথবা ভবিষ্যতে টিকা দেওয়ার জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগানো যায়।"

মহামারীর প্রথম থেকেই গবেষকরা জানতেন, কোনো রোগ থাকলে বয়স্কদের করোনাভাইরাসের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তবে ড় ক্লার্কের মতে, এখন আরও ভালোভাবে সংখ্যাগুলো নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো থেকে তথ্য নিয়ে গবেষকরা ১১টি ক্যাটাগরিতে দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলোকে ফেলেছেন যেগুলো থাকলে কোভিড-১৯ এ কেউ গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এই তালিকায় আছেন, যারা নিয়মিত ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খান। কেমোথেরাপির মত চিকিৎসা নেওয়া রোগীরাও তালিকায় আছেন।

এ গবেষণায় যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ বা প্রায় ৩৪ কোটি মানুষের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ নেই এমন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকির কথা এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি। দারিদ্র্য ও স্থূলত্বের মতো ঝুঁকির কারণগুলোও বাদ রাখা হয়েছে।

বিশের নিচে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেক: গবেষণা

২০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের তুলনায় শিশু এবং কিশোর বয়সীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক বলে তথ্য এসেছে এক গবেষণা নিবন্ধে।লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের এপিডিমিওলজিস্টদের ওই গবেষণা মঙ্গলবার নেচার মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত হয় বলে সিএনএন জানায়।রোগের ঝুঁকি এবং বয়সের সঙ্গে এর সম্পর্ক বের করতে সংক্রমণ মডেল ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়।গবেষকরা বলছেন, সমীক্ষায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২১ শতাংশের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ক্লিনিকাল লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে দেখেছে তারা। ৭০ বছর বা এর বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৬৯ শতাংশ।চীন, জাপান, ইতালি, সিঙ্গাপুর, কানাডা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মহামারী সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলছেন, সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের কোভিড-১৯ হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম এবং আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা কম গুরুতর হতে পারে।কোভিড-১৯ নিয়ে এখনও অনেক বিষয় বিজ্ঞানীদের অজানা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, কিছু শিশু করোনাভাইরাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক।

সিডিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের সাধারণত মৃদু উপসর্গ থাকে।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশ্বজুড়ে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনেস্কো ধারণা করছে, প্রায় ১৯০টি দেশে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে ১৫০ কোটির বেশি শিক্ষার্থী অর্থাৎ বিশ্বের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঘরে আটকে আছে।এখন বিশ্বজুড়ে লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল হতে শুরু করার সাথে সাথে সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা বোঝার চেষ্টা করছেন কীভাবে এবং কখন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা যায়।নিবন্ধের লেখকরা বলছেন, অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের জন্য সংক্রমণ ছড়ানো নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার; তবে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ রোধের পদক্ষেপগুলোয় এতে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে - বিশেষত যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের থেকে সংক্রমণ কম হয়।সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শিশুদের মধ্যে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকা নিয়ে সরাসরি প্রমাণের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্য হলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বে কম সংক্রমণ হতে পারে।যেসব দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স কম, সেসব দেশে মাথাপিছু কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা কম হতে পারে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ ও এপিডিমিওলজির অধ্যাপক মার্ক উলহাউস বলেন, "গবেষকরা দেখতে পেরেছেন যে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সংক্রমণের ঝুঁকি কম এবং সংক্রমিত হলে লক্ষণগুলো দেখানোর সম্ভাবনাও কম। তবে তারা সংক্রমন ছড়ানোর ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে কম কিনা তা গবেষকরা নির্ধারণ করতে পারেননি।"সায়েন্স মিডিয়া সেন্টারকে তিনি বলেন, "এর ফলে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ওপর স্কুল বন্ধের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।"

হাজার হাজার কোটি টাকা যেভাবে খরচ করেন তিনি

হলিউড তারকা উইল স্মিথের মোট সম্পদের অর্থমূল্য কত, জানেন? বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। হলিউডে তাঁর চেয়ে সম্পদশালী তারকার অভাব নেই। তবে, খুব কম তারকাই উইল স্মিথের মতো বিলাসী জীবন যাপন করেন। উইল স্মিথের গাড়ির সংগ্রহ শুনলে আপনারও চোখ কপালে উঠবে। তাঁর বাড়িতে আছে আটটি গ্যারেজ। সেখানে থাকে মার্সিডিজ বেঞ্জ, মেব্যাক ফিফটি সেভেন এস, নাইন্টিন সিক্সটি ফাইভ ফোর্ড মাসট্যাং, বেন্টলে আজুর, ক্যাডিলাক এসকালাডেসহ বিশ্বের চমৎকার সব গাড়ি। তাঁর স্ত্রী জাডা পিঙ্কেট রোলস রয়েস চালান। দুই চাকার বাহনেও বেশ আগ্রহী তিনি। দোতলা একটা মোটরহোমও

আছে তাঁদের। অর্থাৎ গাড়ির ভেতরেই বাড়ি। সেই বাহনটির দাম ২১০ কোটি টাকার কম নয়। পরিবার নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরতে খুবই ভালোবাসে উইল। সে জন্য ব্যক্তিগত জেটও আছে। তাঁর প্রিয় বেড়ানোর জায়গা ইবিজা, হাওয়াই আর ইউরোপ। ২০১৯ সালেই ইয়টে করে গ্রিস আর ইতালি গেলেন। রাজকীয় সেই ইয়টে ছিল স্পা পুল, জেট স্কি আর কত কী! পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও সেই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন আরও ১৩ জন সাহায্যকর্মী ও স্টাইলিস্ট।স্মিথেরা যেই বাড়িতে থাকেন, খুব কম তারকাই এমন বাড়িতে থাকেন! তাঁর বাড়ির দাম পড়বে ৮৫০ কোটি টাকার কিছু বেশি। ২৫০০ বর্গফুট জায়গাজুড়ে শুধু বাড়িটি। ৯টি শোবার ঘর, হোম থিয়েটার ছাড়াও সেখানে আছে গলফ খেলার মাঠ, বাস্কেটবল, টেনিস আর ভলিবল কোর্ট। পুল তো আছেই, সঙ্গে একটা বিশাল লেকও আছে। তাই বলে ভাববেন না, ৫১ বছর বয়সী উইল স্মিথের এই একটাই বাড়ি। এ ছাড়া মালিবু, পেনসিলভানিয়া ও হাওয়াইয়েও বাড়ি আছে উইলের। ওভারব্রুক এন্টারটেইনমেন্ট বলে স্মিথদের প্রযোজনার প্রতিষ্ঠান আছে, আছে একটা বাস্কেটবল দল।

নারী সৈনিকদের নিরাপত্তা সচেতনতার আন্দোলনে সালমা হায়েক

তাঁর অনেক ভক্ত মনে করেন, এই গ্রহের সবচেয়ে রূপবতী নারীর নাম সালমা হায়েক। গত রোববার নিজ আঙিনায় সবুজ পাতাদের সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেছিলেন মেক্সিকান-আমেরিকান এই তারকা। ইনস্টাগ্রামে ওই ছবিতে তাঁর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে দেখা যায় ভক্তদের। বেশির ভাগের মত, সালমা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। তাঁর মেকআপ লাগে না। কেউবা মন্তব্য করেছেন, তিনি একজন সুন্দর মনের মানুষও বটে।গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে হলিউড মাতিয়েছেন সালমা হায়েক। তাঁর গ্ল্যামার ও অভিনয় কাঁপিয়েছে বিশ্বকে। ৫৩ বছর বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু মলিন হয়নি। বিকিনি পরে সাগরপাড় থেকে ছবি তুলে এখনো ভক্তদের সেটা জানান দেন তিনি।অভিনয় ও সৌন্দর্য ছাপিয়ে সালমা প্রকৃত অর্থেই সুন্দর। ঘরে বসে বেকার সময় পার করছেন না তিনি। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করছেন। নিরুদ্দেশ মার্কিন নারী সৈনিককে ফিরে পাওয়ার ঐক্যে ঘর থেকে যুক্ত হয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন ওই তরুণীকে ফিরিয়ে দেওয়া ও নারী সৈনিকদের নিরাপত্তায় সচেতনতার আন্দোলনে। ওই তরুণীর তথ্য, ছবিসহ প্ল্যাকার্ড হাতে প্রচারণা চালাচ্ছেন সালমা হায়েক।গত ২২ এপ্রিল টেক্সাস থেকে নিরুদ্দেশ হন ২০ বছরের তরুণী ভানেসা গুলেন। তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।সালমার মতো আরও অনেক তারকাই তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য কাজ করছেন। ভানেসার বোন মাইরা গুলেন এ জন্য একজন আইনজীবী খুঁজছেন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রায় সব স্তরের মানুষ ভানেসার জন্য এ ব্যয় করতে একজোট হচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার টুডা টাউনশিপের ফলক উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

বরাত বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ঠিকাদারদের তদন্তের আশ্বাস

জলপাইগুড়ি, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : কোনও সরকারি নির্মাণ কাজের জন্য বরাত দেওয়া বা টেন্ডার ডাকাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কিন্তু দীর্ঘকালের পুরনো ঘুঘুর বাস যে সহজে ভাঙা পড়বে না তা মাঝে মধ্যেই নানা ঘটনায় উঠে আসে। ঠিক এবারে যেমনটি হল।

জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কিছু ঠিকাদার বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলা পূর্ত দফতরে এসে অফিস জুড়ে পোষ্টার লাগিয়ে গেটে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। এর পাশাপাশি এক আধিকারিকের ঘরের সামনেও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দেন। তাঁদের অভিযোগ, সুকৌশলে সরকারি বরাতের ওয়েবসাইট থেকে গোপন করে দিয়ে কাটমানি নিয়ে নিজের পছন্দসই ঠিকাদারদের কাজের বরাত পাইয়ে দিচ্ছেন জেলা পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক। তাই ওই সব বরাত বাতিল করতে হবে। এই ঘটনার জেরে জলপাইগুড়ি জেলা পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দেন যে তাঁদের সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে ও এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হবে।

জলপাইগুড়ি জেলা পূর্ত দফতরের নথিভুক্ত ঠিকাদারদের এদিনের এই বিক্ষোভের জেরে বেশ শোরগোল পড়ে জেলা প্রশাসনে। বিক্ষোভকারী ঠিকাদারদের মধ্যে থেকে পিন্টু ঘোষ ও কল্লোল কুমার সেন জানালেন, 'জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন কাজের বরাত পাওয়া নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। সাত দিন আগে ওয়েবে টেন্ডার দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে তা দেবার পরই তা গোপন করে দিচ্ছেন এক সহকারী ইঞ্জিনিয়ার। এরপর যে দিন টেন্ডার নেওয়ার শেষ সময় তার কিছুক্ষন আগে সেই আড়াল তুলে দিচ্ছেন তিনি। ফলে অল্প সময়ে আমাদের টেন্ডার খুঁজতেই সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। মোটা কাটমানি নিয়ে পূর্ত দফতরের একাংশ ঠিকাদারকে অবৈধভাবে কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকিদের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতেই দেওয়া হচ্ছে না।'

এখন এদিন থেকে ওই সব টেন্ডার বাতিলের দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু করেছেন এই সব ঠিকাদার। জলপাইগুড়ি পূর্ত দফতরে পোষ্টার লাগিয়ে গেটে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ওই সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের ঘরের সামনেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভের পাশাপাশি অফিস গেটের সামনে গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে চলে অবস্থান বিক্ষোভও। একাংশ ঠিকাদারকে অবৈধভাবে পাইয়ে দেওয়া সমস্ত বরাত বাতিল করে নতুন করে নতুন ভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরুর দাবি জানান তাঁরা।

এই ঘটনায় জলপাইগুড়ি পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ভাস্কর ঘোষ জানিয়েছেন, 'আমাদের দফতরের কন্সট্রাকশন ডিভিশানের অধীনে যেই সাবডিভিশন রয়েছে তার এক সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে মৌখিক ভাবে কিছু অভিযোগ জানিয়েছেন ঠিকাদারেরা। ঠিকাদারদের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত হবে। তাঁদের দ্রুত লিখিত অভিযোগ জমা দিতে বলা হয়েছে।'

রাজধানী দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৯৫৬

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও রাজধানী দিল্লিজুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৯৫৬। ওই সময়ের মধ্যে নিহত ১৪। ফলে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১৬৭। সব মিলিয়ে সংক্রমিত হওয়ার সংখ্যা ১৪৯৪৬০। দিল্লি সরকারের তরফ থেকে জারি করা হেলথ বুলেটিনে জানা গিয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ৯১৩। ফলে সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ১৩৪৩১৮। দিল্লিতে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১০৯৭৫। রাজধানীতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সংখ্যা ৫১৩।এখনো পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১২৫৮০৯৫।এখনো পর্যন্ত হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৫৭৬২ জনকে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হিন্দুস্থান সমাচারের দু"জন কর্মীর, মৃত আরও ৩ জন

মথুরা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর দু"জন কর্মী। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৩ জনের, এছাড়াও ৯ জন আহত হয়েছেন। ১২ আগস্ট (বুধবার) সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল যমুনাপার থানার অন্তর্গত যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে মাইলস্টোন ১০৫-এ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লাক্সারি বাসে ধাক্কা মারে একটি বেপরোয়া কন্টেনার। ওই দুর্ঘটনায় হিন্দুস্থান সমাচার-এর দু"জন কর্মী-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বিহারের কাটিহার জনপদের একটি বাস দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল। ডিজেল শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে এক্সপ্রেসওয়েতে মাইলস্টোন ১০৫-এ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ওই বাসটি। সেই সময় আগ্রার দিক থেকে আসা একটি ক্যান্টার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই বাসে ধাক্কা মারে। ক্যান্টারের আরোহী ২৫ বছর বয়সী হিন্দুস্থান সমাচার-এর কর্মী বিজয় কুমারের দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন ২২ বছর বয়সী রাহুল। গুরুতর আহত অবস্থায় আগ্রা নিয়ে যাওয়ার পথে প্রাণ হারান রাহুল।

ডিজেল শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে, রাস্তার ধারে বাসটি থেমে যাওয়ায় বাস থেকে নেমে বাসের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন যাত্রীরা। তখনই দ্রুত গতিতে ছুটে আসে বেপরোয়া ক্যান্টার। বাসের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা ওই তিন-জনের নাম মহম্মদ রমজানি, মহম্মদ শামসের এবং গোপাল। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৯ জন, তাঁদের মধ্যে ক্যান্টারের চালকও রয়েছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার-এর কর্মী রাহুল গত ২ জুন নিজের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি প্রতাপগড় জেলার কিলাহানাপুর এলাকায়। ওই গ্রামের বাসিন্দা বিজয় কুমার ৫ জুলাই গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ছুটি শেষ হওয়ার পর নয়ডার অফিসে ফিরছিলেন তাঁরা, কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন তাঁরা।

৬ বেড়ে পুদুচেরিতে মৃত্যু ১০২ জনের, রাজ্যজুড়ে করোনা-সংক্রমিত ৬,৬৮০

পুদুচেরি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৬ জনের। এছাড়াও রাজ্যের নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০৫ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০২ এবং ৬,৬৮০।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৩০৫ জন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৭৫০ এবং সুস্থ হয়েছেন ৩,৮২৮ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,১৭৫ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১০৪,২০১

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল মৃত্যু ও করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাতে পর্যন্ত ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১০৪,২০১-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১৬৪,৭৮৫ জন।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,১৭৫ জনের, ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ১০৪,২০১ জনের। নতুন করে ৫৫,১৫৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,১৬৪,৭৮৫-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্র ১.২৮ কোটি পার্সনোল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট রাজ্যগুলিকে দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা মোকাবিলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জাম রাজ্যগুলিকে বিনামূল্যে বন্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পার্সনোল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, মাস্ক, হাইড্রক্সক্লোরোকুইন এর মত ওষুধ। ১১ মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ১.২৮ কোটি পার্সনোল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, ৩.৪ কোটি মাস্ক, ১০.৮৩ কোটি হাইড্রক্সক্লোরোকুইন ওষুধ রয়েছে। এছাড়াও দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ২২,৫৩৩ ভেন্টিলেটর রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়েছে। এইসব জিনিস তৈরি করতে দেশীয় সংস্থা সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিআরডিও, ডিপার্টমেন্ট অফ প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টার্নাল ট্রেডের মত সংস্থাগুলি।

বাইরে স্বামী-ছেলে-মেয়ে, কলকাতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার পচাগলা দেহ

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : ফের কলকাতার অভিজাত আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধার পচাগলা দেহ। ওই ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পাচ্ছিলেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে রাতে হরিদেবপুর থানার পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে বুধবার সন্ধ্যার পর উদ্ধার করে বৃদ্ধার দেহ।কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির জোকার একটি অভিজাত আবাসনে থাকতেন আরতি মিশ্র নামে যাটোর্ধ ওই বৃদ্ধা। তাঁর ছেলে, মেয়ে কর্মসূত্রে থাকতেন মুম্বইয়ে। স্বামীও থাকতেন বাইরে। ফলে জোকার ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন আরতীদেবী। নিজের কাজ নিজেই করতেন। গত তিনদিন ধরে প্রতিবেশীরা বৃদ্ধার কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না। যেহেতু আরতীদেবী নিজের মতো থাকতে ভালবাসতেন, তাই কেউ তাঁকে বিরক্ত করেননি। তবে বুধবার পচা গন্ধ বের হতেই ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে গন্ধের তীব্রতা। এরপর সন্ধেয় আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা হরিদেবপুর থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজার লক ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে, ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে বৃদ্ধার পচাগলা দেহ। পুলিশ জেনেছে, মাঝে মাঝে স্বামী ও ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কথা হতো বৃদ্ধার। পলিশের ধারণা, গত কয়েকদিন কেউ তাঁকে ফোন করেননি। কয়েকজন প্রতিবেশী পুলিশকে জানিয়েছেন, একা থাকতে থাকতে তিনি অবসাদে ভুগছিলেন। যদিও কীভাবে মৃত্যু রয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই তা বোঝা যাবে। মহিলার স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই টালিগঞ্জের রানি ভবানি রোডের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এক বৃদ্ধার পচাগলা দেহ। তাঁর ছেলে আমেরিকায় কর্মরত। সেক্ষেত্রেও প্রতিবেশীরাই বাড়ি থেকে পচা গন্ধ পেয়ে খবর দিয়েছিলেন থানায়। এরপরই উদ্ধার হয় বৃদ্ধার দেহ। সম্প্রতি কলকাতায় এ রকম আরও ঘটনা ঘটেছে।

মাস্ক এবং স্যানিটাইজার অত্যাবশ্যক পণ্য নয়, জানাল আদালত

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): মাস্ক এবং স্যানিটাইজার অত্যাবশ্যক পণ্যের তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়ে সেগুলির উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি বসানোর বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টে যে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল, আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুনানি চলাকালীন বিচারপতি ডিএন প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এই পিটিশনের কোন মেরিট নেই।সমাজকর্মী গৌরব যাদব এবং আইনজীবী আরতী সিং পিটিশন দায়ের করেন। পিটিশনের দাবি করা হয় যে অ্যালকোহল বেসড স্যানিটাইজার জিএসটি হার ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ বা ১২ শতাংশ করা হউক। ১৩ মার্চ এবং ৩০ জুন সেই নোটিফিকেশনকে কার্যকর করা হোক যেখানে স্যানিটাইজার এবং মাস্ককে অত্যাবশ্যক পণ্য হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। সবকিছু শোনার পর পিটিশন খারিজ করে দেয় আদালত।

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): ভারতে করোনার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের তুলনায় ভারতে করোনা আক্রান্ত হওয়ার গতি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন যে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মত অবস্থায় রয়েছে তবে বেসামাল দেওয়ার মতন অবস্থা কোনটা বলে প্রশ্ন তোলেন রাহুল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার বলেছিলেন যে ভারতের মতন বিপুল জনসংখ্যার দেশ করোনা পরিস্থিতি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো জায়গায় রয়েছে। এই কথাটা নিয়েই রাহুল গান্ধী পাল্টা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বৃহস্পতিবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, করোনার কার্ভ ফ্ল্যাট হতে চাইছে না।সে ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে চলেছে। এটা যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সামাল দেওয়ার মতন অবস্থা বলে মনে হয় তবে বেসামাল দেওয়ার মতন অবস্থা কোনটা। এরপরে রাহুল গান্ধী অপর একটি টুইট বার্তায় একটি গ্রাফ চার্ট পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায় যে ভারতের করোনা আক্রান্ত উর্ধমুখী হওয়ার কার্ভ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।অন্যদিকে ব্রাজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কার্ভ উঠানামা করছে।

পাকিস্তানি বন্দরে চিনা রণতরী, সতর্ক ভারত

করাচি, ১৩ আগস্ট (হি. স.): পাকিস্তানের করাচি বন্দরে চিনা নৌবাহিনী নিজেদের রণতরী মোতায়েন করেছে।চিনা রণতরীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পাকিস্তানি নৌসেনা একটি ডুবোজাহাজ মোতায়েন করেছে। কৃত্রিম উপগ্রহে প্রাপ্ত ছবি থেকে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এর থেকে আরেকটা জিনিস প্রমাণিত হলো যে চিন বা পাকিস্তান কোনও দেশই একা ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম নয়। মনে করা হচ্ছে দুই দিক থেকে ভারতের ওপর আক্রমণ করতে চায় পাকিস্তান এবং চিন। ইতিমধ্যেই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বকে এই খবর দেওয়া হয়েছে।জানা গিয়েছে চিনা রণতরীকে সুরক্ষিত রাখতে পাকিস্তান যে ডুবোজাহাজ মোতায়েন করেছে সেটি পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে সক্ষম। গোপন সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে সম্প্রতি চিনের বেজিং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর শীর্ষ প্রতিনিধিদল গিয়েছিল। চিন পাকিস্তানকে লং রেঞ্জ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম এবং অ্যাটাক ড্রোন ছয়ের পাতায়

এপ্রিল থেকে রাজ্যে অমিল বিধায়ক তহবিলের টাকা, থমকে উন্নয়নের কাজ

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : করোনার জেরে এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা পাচ্ছেন না পশ্চিমবঙ্গের বিধায়করা। চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বিধায়ক তহবিলের কোনও টাকা। অর্থ জোগান বন্ধের ব্যাপারে স্পষ্ট লিখিত নির্দেশিকা জারি করা না হলেও মৌখিকভাবে বিধায়কদের আপাতত টাকা খরচ না করার কথা জানানো হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, অন্তত চলতি বছর বিধায়ক তহবিলে পুরো টাকা বরাদ্দ করা হবে না।

প্রতি অর্থবর্ষে এপ্রিল থেকে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের বিধায়কদের বিধানসভা এলাকার উন্নয়ন তহবিলে ৬০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়। তথ্য বলছে, মূলত গ্রামের বিধায়কদের এই টাকা খুব কাজে লাগে। রাজ্য পুরসভা ও কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, স্কুলে টিউবওয়েল তৈরিতেও অনেকে খরচ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনার প্রথম পর্যায়েই সাংসদ তহবিলের টাকা খরচের ব্যাপারে দু'বছর স্থগিত রাখার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ রকম কথা এখনও সরাসরি জানায়নি নবান্ন। কিন্তু নবান্নের এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, করোনা মোকাবিলায় ব্যাপক খরচের পর এখনই যে সাধারণ উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব নয়, সেটা নিশ্চয়ই বিধায়করা সকলে বুঝতে পারবেন। খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরলে, বিধায়ক তহবিলের টাকায় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা যেতে পারে বলে প্রশাসনের বড় অংশ মনে করছে। সেই কারণেই এখনই কোনও তারিখ বা মেয়াদ জানানো হয়নি।

বিরোধী দলের বিধায়করা অবশ্য দ্রুত টাকা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, "এপ্রিল থেকে বারবার চেয়েও কোনও টাকা পাইনি। নির্দিষ্ট কারণও দেখানো হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, অর্থের কিছু ঘাটতি রয়েছে।" এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তাপস রায়ের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন বলে অশোকবাবুর বক্তব্য। তবে মার্চ পর্যন্ত সময়েও পুরো টাকা তিনি পাননি বলে অভিযোগ করেছেন।

বিরোধী দলের পাশাপাশি শাসকদলের গ্রামীণ এলাকার বিধায়করাও টাকা না পাওয়ায় উন্নয়নের কাজ করতে পারছেন না বলে আক্ষেপ। পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতিতে যে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে তহবিলের টাকা দেওয়া কার্যত অসম্ভব, সেটাও স্বীকার করছেন।রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই তহবিলের টাকায় বালিগঞ্জে একটি স্কুলের সামনে ঠান্ডা জল সরবরাহের যন্ত্র বসিয়েছেন। অনেকেই কাজটির প্রশংসা করেছেন। বহু সদস্য বিধানসভায় প্রায় প্রতি অধিবেশনে তহবিলের পরিমাণ বাড়ানোর দাবি জানান।

নাগাল্যান্ডে বিনামূল্যে পেনড্রাইভে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছবে ভিডিও-পাঠ, সিদ্ধান্ত

কোহিমা, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : করোনা-প্রকোপে ছাত্রছাত্রীদের ভিডিও-পাঠ বিনামূল্যে সরবরাহ করবে নাগাল্যান্ড সরকার। সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভিডিও-পাঠ ভরা পেনড্রাইভ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। তবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা বেসরকারি স্কুলের জন্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে না। তাদের ওই পেনড্রাইভ কিনতে হবে।

শিক্ষা দফতরের দাবি, ভিডিও-পাঠ ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া এবং জিও টিভি-তে বিনামূল্যে সম্প্রচারিত হচ্ছে। দূরদর্শনের মাধ্যমেও এই পাঠ দেখানো হচ্ছে। গত মে, জুন এবং জুলাইতে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়েছে। এখন থেকে পেনড্রাইভের মাধ্যমেও পাঠ মিলবে।

নাগাল্যান্ড শিক্ষা দফতরের প্রধান অধিকর্তা শ্রীনিবাস সি বলেন, গত ১ মে থেকে ইউটিউব এবং ফেসবুকে ভিডিও-পাঠ বিনামূল্যে সম্প্রচারিত হচ্ছে। এমন-কি, গত ১০ আগস্ট থেকে জিও টিভি-তেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিনি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, সরকারি স্কুলে ওই সুবিধা বিনামূল্যে মিলবে। তবে বেসরকারি স্কুলগুলিকে তা কিনতে হবে।

অবশ্য, ন্যূনতম টাকায় ওই পেন-ড্রাইভ কিনতে পাওয়া যাবে। শিক্ষা দফতরের তথ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকটি ভিডিও-পাঠ ছয় থেকে ৩৫ ঘণ্টা সময়ের জন্য তৈরি হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে পেনড্রাইভ ১৬ জিবি, ৩২ জিবি এবং ৬৪ জিবি ধারণ ক্ষমতার মিলবে। তাতে খরচ পরবে যথাক্রমে ৩৫০ টাকা, ৪৮০ টাকা এবং ৮৫০ টাকা। প্রধান অধিকর্তার বক্তব্য, ইন্টারনেট সংযোগ এবং প্রয়োজনীয় স্পিড সমস্যায় বিভিন্ন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভিডিও পাঠের সুযোগ নিতে পারেনি। তাই, এখন পেনড্রাইভের মাধ্যমে সকলের কাছে তা সহজে পৌঁছে দেওয়া যাবে। তাতে ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হবেন।

তাঁর কথায়, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর কাছে স্মার্টফোন রয়েছে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। এ-বিষয়ে শিক্ষা দফতর সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা অবলম্বন করে সম্পন্ন হবে এবং জনগণ সমস্ত তথ্য জানার অধিকারী হবেন।

চিকিৎসার গাফিলতি, সাড়ে ৬ লাখের বিল না মেটালে শিশুর দেহ দিতে আপত্তি হাসপাতালের

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় কাঠগড়ায় নামী বেসরকারি হাসপাতাল। মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বিল না মেটানো হলে দেহ ছাড়বে না বলে জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘক্ষণ বাকবিতণ্ডার পর পিছু হটতে বাধ্য হয় হাসপাতাল।

আনন্দপুর নোনাডাঙার বাসিন্দা কৌশিক ও নিশা চক্রবর্তী। জুন মাসে এলাকারই একটি নার্সিংহোমে পুত্রসন্তান হয় ওই দম্পতির।

জানা গিয়েছে, জন্ম থেকেই খুদের হৃদযন্ত্রে ফুটো ছিল। সেই কারণে তাকে বাগুইআটির একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবারের কথায়, প্রথম থেকে শিশুটির সেভাবে কোনও চিকিৎসা হয়নি। শুধু বিলের পরিমাণ বেড়েছে।

হাসপাতালের এক কর্মী শুভজিৎ দে বলেছিলেন, ওই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হলে প্রচুর টাকা লাগবে। প্রথম দফায় ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকাও দেয় খুদের পরিবার। কিন্তু তারপরও শিশুটির সঠিক চিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। অভিযোগ, একথা হাসপাতালে বলতেই সমস্যার সূত্রপাত।

অভিযোগ, পর্যাপ্ত চিকিৎসা হচ্ছে না, একথা বলতেই শিশুর পরিবারকে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজারের বিল ধরায় হাসপাতাল। টাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়। বকেয়া শোধ না করলে ফল ভাল হবে না বলে হুমকিও দেওয়া হয় শিশুটির পরিবারের সদস্যদের। এরপরই বৃহস্পতিবার সকালে খুদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয় পরিবারকে। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্য হাসপাতালে যেতেই ফের তাঁদের কাছে বাকি টাকার দাবি জানায় কর্তৃপক্ষ। বকেয়া না মেটালে দেহ ছাড়া হবে না বলেও জানানো হয় বলেই অভিযোগ। এই নিয়ে অশান্তি বাধে দু'পক্ষের। পরে ২০ হাজার টাকা নিয়ে দেহ ছাড়ে হাসপাতাল।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই কার্যত একই ঘটনা ঘটেছিল কলকাতায়। করোনা রোগীকে ভরতির টাকা নিয়ে দর কষাকষির মাঝে ডিসান হাসপাতালের সামনেই অ্যাম্বুল্যান্সেই মৃত্যু হয় রোগীর। সম্প্রতি একাধিক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এরকম অমানবিকতার উভিযোগ উঠেছে।

অসমে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে ৬৮৯৯৯, সুস্থ ৪৭২০৯ জন, আক্রান্তের হার কমে ৩,২০ শতাংশ

গুয়াহাটি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : অসমে কমছে করোনা পজিটিভের হার। গতকাল একদিনে যদিও ৪,৫৯৩ জনের শরীরে নতুন করে কোভিড-১৯ সংক্রমণের তথ্য এসেছে, এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,১৩৬ জন। সেই হিসাবে আক্রান্তের হার কমে হয়েছে ৩.২০ শতাংশ। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গতকালের তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানান, নতুনদের নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮,৯৯৯ জন। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৪৭,২০৯ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে কামরূপ মহানগর জেলার ৬৩২, কামরূপ গ্রামীণ জেলার ৪৬০, নগাঁওয়ের ৩৩৫ এবং ডিব্রুগড় জেলার ২৬৫ জন বাসিন্দা রয়েছেন। রাজ্যে এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২১,৬২৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে এই খবর লেখা পর্যন্ত সর্বাধিক ১,৪৩,১০৯টি কোভিড টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ১২ আগস্ট থেকে প্রতি দিন এক লক্ষ কোভিড টেস্টের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। কোভিড অতিমারি মোকাবিলায় টেস্টকে অগ্রাধিকার দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬১।

করোনা-আক্রান্ত রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের সভাপতি, উদ্বিগ্ন যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৩ আগস্ট (হি.স.): গত ৫ আগস্ট রাম মন্দিরের "ভূমিপুজো" অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একই মঞ্চে ছিলেন তিনি। ওই একই মঞ্চে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, যোগী আদিত্যনাথ প্রমুখ। কাটিয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে দীর্ঘ সময়, এবার মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সভাপতি মহন্ত নিত্য গোপাল দাস। স্থিতিশীল অবস্থায় মহন্ত নিত্য গোপাল দাসকে মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সভাপতি মহন্ত নিত্য গোপাল দাস কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এবং যোগীর দফতর থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, করোনা-আক্রান্ত মহন্ত নিত্য গোপাল দাসের স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মথুরার জেলাশাসক এবং মেদান্তা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: ত্রেহানের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। মথুরার জেলাশাসক এস আর মিশ্র জানিয়েছেন, স্থিতিশীল রয়েছেন মহন্ত নিত্য গোপাল দাস।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, উত্তেজনা ভাঙড়ে

ভাঙড়, ১৩ জুলাই (হি. স.) : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে এবার উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ের পদ্মপুকুর মালঞ্চ এলাকায়। ঘটনায় যুব তৃণমূল কর্মীদের অন্তত আটটি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি মোটর বাইকও ভাঙচুর করা হয়। বেশ কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদের দিকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ পিকেট।

যুব তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ কাইজার অনুগামি স্থানীয় প্রানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যার স্বামী রেজাউল মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা বেছে বেছে যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালায়। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে একের পর এক যুব তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। তাঁদের বেশ কয়েকটি বাইক ও ভাঙচুর করা হয়। এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজিও করেন অভিযুক্তরা। ঘটনায় কার্যত যুব তৃণমূল কর্মীরা ঘরছাড়া হয়ে পড়েন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরা এলাকায় ফিরে এসে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। ঘটনার খবর পেয়ে এদিন সকালে ভাঙড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। তবে এদিন দুপুর পর্যন্ত এ বিষয়ে কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ঘটনায় তৃণমূল কর্মীরা কেউ জড়িত নয় বলেই দাবি তাঁদের। তবে এ বিষয়ে কাইজার আহমেদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

যাত্রার একমাস আগেই কাটা যাবে টিকিট, নতুন ব্যবস্থা দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন নিগমের

কলকাতা, ১৩ আগস্ট(হি. স.): করোনা আবহে বারবার সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাসের টিকিট কাটতে গেলে সেই ভিড় ঠেলতেই হচ্ছে। এবার যাতে সমস্যা না হয় সেই কারণে অগ্রিম টিকিট বুকিং সিস্টেম চালু করেছে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন নিগম এসবিএসটিসি। এই উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে একমাস আগেই বাড়ি বসে টিকিট কাটা যাবে। আপাতত আধুনিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থা সহ ৬ টি কিয়স্ক চালু করা হলেও ভবিষ্যতে ৩৮ টি এ ধরনের কিয়স্ক চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার চেয়ারম্যান কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী।

এস বি এস টি সির পরিষেবার আওতায় থাকা ১২ টি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই বিশেষভাবে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এস বি এস টি সি ৩৫৭ টি রুটে ৯৬৪ টি বাস চালায়। পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় কলকাতায় ৩০০ টি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে।মানুষের যাতে রাস্তায় বেরিয়ে কোন অসুবিধা না পড়তে হয় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

সরব তেজস্বী

তিনের পাতার পর

এখন যখন দৈনিক পরীক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ হাজার। তখন আক্রান্তের সংখ্যাকে চার হাজারের মধ্যে রেখে দেখানো হচ্ছে। এর থেকে স্পষ্ট রাজ্য সরকার করোনা নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে এবং প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা চেপে দেওয়া হচ্ছে। নিজের মুখ বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ওপর গুরুত্ব দিয়ে চলেছেন। আরটি পিসিআর উপায় এখনো পর্যন্ত কেবল ৬১০০ করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মোট যতজনকে পরীক্ষা করা হয়েছে তার মাত্র ১০ শতাংশ এর মধ্যে নিহিত।বিহারের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচারণ করার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, কেন্দ্র এখনো পর্যন্ত একাধিক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ৮৯০ কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

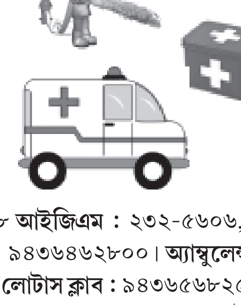

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কলকাতার বাজারে এখনও আকাশছোঁয়া আলুর দাম

কলকাতা,১৩ আগস্ট (হি স): বেশ কয়েকদিন ধরেই কলকাতার বাজারে ঊর্ধ্বমুখী সবজির দাম। পাশাপাশি অত্যাধিক হারে দাম বেড়েছে আলুর। আলুর দামে বর্তমানে নাভিশ্বাস উঠছে মধ্যবিত্তের। বৃহস্পতিবারও শহরের বাজারে আলুর দামে হাত পুড়ছে শহরবাসীর।মানিকতলা,কাঁকুড়গাছি থেকে লেক মার্কেট সর্বত্রই আকাশছোঁয়া আলুর দাম। কোথাও ৩০ টাকা, কোথাও ৩৪ টাকা আবার কোথাও ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে আলু। শহরের বাজারে জ্যোতি আলু বিক্রি হচ্ছে প্রতি কিলো ৩০ টাকা চন্দ্রমুখি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কিলো ৩৫ টাকা। ফলে, আলুর দামে কপালে ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর। আলু প্রিয় বাঙালির পাতে আলু পরা প্রায় দায় হয়ে উঠেছে। কবে কমবে আলুর দাম সেই অপেক্ষায় শহরবাসী।

ভাইরাস থেকে বাঁচাবে বৈদ্যুতিন মাস্ক, মুশকিল আসান যাদবপুরের পড়ুয়াদের

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : করোনাযুদ্ধে এবার নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ঘটাতে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিভাগের পড়ুয়ারা উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন একটি বৈদ্যুতিন মাস্ক তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে। নকশা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আইসিএমআর-এর অনুমোদনের অপেক্ষায়। তা মিললেই শুরু হয়ে যাবে উৎপাদন। খবর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে।

করোনা ভাইরাস রুখতে মাস্ক এখন বাধ্যতামূলক। তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের মাস্ক। কোনওটা ফ্যাশানেবল, কোনওটা হাইটেক। মৌলিক আবিষ্কার, উদ্ভাবনীতে বরাবরই এগিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার মুক্তশিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষক-পড়ুয়ার সুসম্পর্ক, স্রেফ পুঁথিগত শিক্ষায় পড়ুয়াদের সীমাবদ্ধ না রেখে নিজেদের মতো ভাবনার অবকাশ দেওয়া, উৎসাহ প্রদান — এমন বেশ কিছু ফ্যাক্টরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মেধাবিকাশের পক্ষে সহায়ক। সত্যিই যে সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা গবেষণামূলক কাজে অনেকের চেয়ে অনেক এগিয়ে, সম্প্রতি তারও প্রমাণ মিলল।

এন ৯৫ মাস্ক ব্যবহারে প্রথমদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জোর দিলেও, পরে জানানো হয়, ওই বিশেষ মাস্ক সকলের ব্যবহারের জন্য ঠিক নয়। ত্রিস্তরীয় সার্জিক্যাল মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কেউ বা সুতির মাস্কের পক্ষপাতী। এ সবের মাঝে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিভাগের পড়ুয়ারা যে মাস্ক তৈরি করছেন, তা এসবের উর্ধ্বে — উচ্চপ্রযুক্তির বৈদ্যুতিন মাস্ক। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এই মাস্কের তড়িৎ-চৌম্বকীয় প্রভাব ভাইরাস মেরে ফেলতে সক্ষম হবে। ফলে এই মাস্ক পরলেই মারণ জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হতে পারবেন যে কেউ, এমনই দাবি গবেষক-পড়ুয়াদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ”ইলেকট্রনিক মাস্কের নকশা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। অনুমোদনের জন্য আমরা আইসিএমআর-এর কাছে আবেদন জানিয়েছি। ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছি। তা মিললেই উৎপাদন শুরু হবে।” এই হাইটেক মাস্কের কত দাম হবে, তা কেমন দেখতে হবে, কতই বা তৈরি হবে, সে বিষয়ে এখনই কিছু জানা যাচ্ছে না।

বাড়িতে বসেই পছন্দমত স্কুল বাছাইয়ের সুযোগ পাবেন চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : এই করোনা কালে রাজ্য সরকারের তরফে সংক্রমণ ঠেকাতে বার বার বলা হচ্ছে খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন ঘর থেকে বার না হন। সেই কারনেই এবার বাড়িতে বসেই নিজেদের পছন্দমত স্কুল বাছাইয়ের সুযোগ পাবেন শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা দিয়ে সফল হওয়া চাকরিপ্রার্থীরা।

কাউন্সেলিংয়ের জন্য তাঁদের স্কুল সার্ভিস কমিশনের সদর দফতরে পর্যন্ত আসতে হবে না। উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তই নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সময় নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে দিলেও কমিশনের সদর দফতরে চাকরিপ্রার্থীদের সশরীরে কাউন্সেলিং করানো কার্যত অসম্ভব। এমনটাই মনে করছেন এসএসসির আধিকারিকরা। তাই দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সেলিংয়ের যে নিয়ম ছিল সেই নিয়মকে বদল করে পুরো কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকেই অনলাইন করতে চায় স্কুল সার্ভিস কমিশন। এসএসসি ভাবছে, বাড়িতে বসেই চাকরিপ্রার্থীদের পছন্দসই স্কুল বাছাইয়ের সুযোগ করে দিতে। প্রসঙ্গত, গত বছর পুজোর আগেই স্কুল সার্ভিস কমিশন উচ্চ প্রাথমিকে মেধাতালিকা প্রকাশ করলেও সেই মেধা তালিকায় গরমিল ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ তোলেন প্রার্থীদের একাংশ। সেই অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর হাইকোর্ট উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দেয়।

উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও পর্যন্ত আদালতের বিচারাধীন। তবে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন রাখা হয়েছে, যাতে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ মামলা নিয়ে একটি স্পেশাল কোর্ট বসানো হয়। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে এমন খবর পাওয়া গিয়েছে। রাজ্য সরকার চাইছে দ্রুত এই আইনি বিবাদের মীমাংসা ঘটুক। না হলে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভাবে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য কোচবিহারে

দেওয়ানহাট ১৩ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলখুড়িবস এলাকায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলখুড়িবস এলাকায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম অভিজিৎ দাস।

বৃহস্পতিবার এলাকায় একটি চাষের জমির পাশে যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে চিলকিরহাট ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই জমিটি বিদ্যুতের তার দিয়ে ঘেরা ছিল। বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে না কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

করোনা আক্রান্ত লালবাজারের শীর্ষকর্তা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। আতঙ্কের মাঝেই করোনা হানা লালবাজারে। এবার করোনা আক্রান্ত লালবাজারের এক শীর্ষকর্তা।বৃহস্পতিবার ওই শীর্ষকর্তা করোনা রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে মারণ ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই অদৃশ্য ভাইরাস আতঙ্কে ভুগছে শহর।কিন্তু তবুও শহরবাসীকে সচেতন করতে পিছুপা হয়নি কলকাতা পুলিশ। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রমাগত জনগণকে সচেতন করতে রত কলকাতা পুলিশ। কিন্তু এরই মাঝে করোনা আক্রান্ত জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার। জানা যাচ্ছে, গত তিন দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছিলেন ওই শীর্ষকর্তা। এরপর তার নমুনা পরীক্ষা করা হলে বৃহস্পতিবার সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। ওই শীর্ষকর্তা সংস্পর্শে কারা এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একাধিক তরুণীকে কুরুচিকর প্রস্তাব, সামাজিক মাধ্যমে অভিযুক্ত ডিওয়াইএফ নেতা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় উঠে এসেছে যৌন হেনস্থার
পরপর বিস্ফোরক অভিযোগ। একাধিক তরুণীর স্ক্রিনশটে প্রমাণ মিলছে, সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পড়ুয়াদের আপত্তিকর প্রস্তাব দিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট নিউ টাউনের সিপিএম পার্টি সদস্য এবং ডিওয়াইএফআই জেলা কমিটির সদস্য ঋদ্ধ চৌধুরী।

প্রথম অভিযোগটি আসে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার থেকে। সম্প্রতি ফেসবুকে একটি কথোপকথনের অংশ প্রকাশ করে তিনি অভিযোগ করেন, পরীক্ষার বিষয়ে সাহায্য চাইতে প্রেসিডেন্সি চত্বরে ‘বড়দা’ নামে পরিচিত ঋদ্ধর সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে ‘হট’ ছবি দাবি করেন ঋদ্ধ! এমনকি ওই ছাত্রী আপত্তি করলেও অভিযুক্ত ঋদ্ধ চৌধুরী বারবারই চাইতে থাকেন ছবি। ভিডিও চ্যাটিং অ্যাপ ডাউনলোড করার জন্য জোরাজুরিও করেন। বলাই বাহুল্য, এ কেবল অভিযোগ নয়, ঋদ্ধর এই বারংবার কুপ্রস্তাব অভিযোগকারিণীর পোস্ট করা স্ক্রিনশটেও রয়েছে।

এ তো গেল প্রথম অভিযোগ। আরও এক পড়ুয়ার পোস্ট করা স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, বিকৃত যৌন ইঙ্গিত করছেন ঋদ্ধ, এবং কার্ল মার্কেরে নামে শপথ নিয়ে অভিযোগকারিণীকে আশ্বস্ত করছেন, সমস্ত কথোপকথন ডিলিট করে দেওয়া হবে। আবার কোথাও অকপটে ঋদ্ধ চৌধুরী লিখেছেন, তিনি নিজে সিঙ্গেল, তাই এটাই তাঁর কাছে মস্তির টাইম।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এমন অভিযোগ এই প্রথম নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবারই নিন্দার ঝড় উঠেছে কলেজের ‘দাদা’দের এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। তবে কোনও বারই মিডিয়া ট্রায়াল বা বড়জোর বাধ্যতামূলক ইস্তফা ছাড়া অন্য কোনও রকম শাস্তি হয়নি কারওই। এবার অবশ্য একের পর এক অভিযোগ সোশ্যাল মিডিয়ায় সামনে আসতেই ক্ষমা চাওয়ার রাস্তায় হেঁটেছেন ঋদ্ধ চৌধুরী। নিজের সব দোষ ও ভুলের দায় স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনি।

এই ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে সংশোধিত করে, প্রকৃত বামপন্থী হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন ঋদ্ধ। কিন্তু এই ক্ষমাপ্রার্থনায় পাল্টা আক্রমণ ও ব্যঙ্গই বেড়েছে। এর পরে অবশ্য ফেসবুকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঋদ্ধ চৌধুরীর প্রোফাইল। সম্ভবত প্রোফাইল ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছেন তিনি।

জানা যাচ্ছে, ঋদ্ধ এক তাবড় সিপিএম নেতার ঘনিষ্ঠ। সেই নেতার ছেলের সঙ্গেই তাঁর সমস্ত দহরম-মহরম। যুব নেতার এমন কাণ্ডে যেমন ফাঁপরে পড়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএম, তেমন আবার অনেকে বলছেন এটা তো হওয়ারই ছিল। ঋদ্ধকে নিয়ে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার সিপিএম। একাংশের বক্তব্য, ‘এনাফ ইজ এনাফ! এবার পার্টি কিছু একটা করুক।’ আর একটা অংশের বক্তব্য, ভুল স্বীকার করেই নিয়েছে। তাই আর বিশেষ কড়া ব্যবস্থার পথে হাঁটা উচিত নয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে চাপে সিপিএম।

পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতিতে রেড রোডে পালিত হল স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি স): মাঝে আর একটা দিন। তারপরেই স্বাধীনতা দিবস। প্রতি বছরই এই দিনটি সেজে ওঠে রেড রোড। তবে চলতি বছর করোনা আবহে মন খারাপ সকলের। কিন্তু তবুও ইতিমধ্যেই সাজতে আরম্ভ করেছে রেড রোড। আর তারই মাঝে বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা উপস্থিতিতে রেড রোডে পালিত হল স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া।

রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। আর রাজ্যবাসীকে সুস্থ রাখতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রমাগত তাদের সেবায় রত চিকিৎসক, পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাই চলতি বছর স্বাধীনতা দিবসে রেড রোডের কুচকাওয়াজে ২৫জন করোনাযোদ্ধাকে সম্মান জ্ঞাপন করবে বাংলা। এদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, নার্স, পুলিশকর্মী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে করোনা জয়ীরা।আর তাই করোনা কালে যারা সামনে থেকে লড়াই করছেন তাঁদের সম্মানার্থে এদিন রচিত গানের মহড়া দেন ইন্দ্রনীল সেন, মনময় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর বাগচী, লোপামুদ্রা মিত্র সহ অন্যান্য শিল্পীরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা, স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দোপাধ্যায় সহ পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। তবে চলতি বছর করোনা আবহে আমন্ত্রিত সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুস্কৃতিকারীরা

● **প্রথম পাতার পর।।** অটোরিকশায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।অটো রিস্কা পরিয়ে দেওয়ার ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

সম্ভাবনা

● **প্রথম পাতার পর।।** ভিত্তিতে নদীর নাব্যতা বাড়ানোর জন্য ড্রেজিং, গাছের গুড়ি সরানো এবং জলপ্রবাহ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করবে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়ে যাবে। সূত্রের মতে, আগামী বর্ষা মরশুমে ওই নদীপথে পণ্য আমদানি-রফতানি শুরু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেই দিশাতেই বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালাচ্ছে।

জেলাশাসককে

● **প্রথম পাতার পর।।** অব্যাহতি নিয়েছেন।
এছাড়া তাপস রায় ঊনকোটির জেলাশাসক এবং নাগেশ কুমার বি উত্তরত্রিপুরার জেলাশাসক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন। অন্যদিকে, উত্তর ত্রিপুরার বর্তমান জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার পর্যটন দফতরের অধিকর্তা পদে এবং ঊনকোটির জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াংকে তদন্ত কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে। প্রশাসনের দুই পদস্থ আধিকারিকের দায়িত্বে কাটছাট করা হয়েছে। সাধারণ প্রশাসন (প্রিন্টিং অ্যাযান্ড স্টেশনারি) দফতরের সচিব পদে টিকে চাকমা এবং তদন্ত কমিশনার পদে এন ডারলংকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও তিনজন আইএএস এবং তিনজন টিসিএস-কে বদলির আদেশ জারি করা হয়েছে।

আহত এক

● **প্রথম পাতার পর।।** গেইটে ডিউটি কর্মীরা বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়।ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যেরত চিকিৎসক রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে রোগীর অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেয়। সকালে মাছ ভর্তি ড্রাম অটো দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সতর্ক ভারত

পাচের পাতার পর

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে এই দুটি অস্ত্র পাকিস্তানের হাতে চলে এলে সামরিক দিক দিয়ে ভারতকে টেক্কা দিতে অনেকটাই সক্ষম হবে। কারণ এখনও ভারতের হাতে কোন রকমের অ্যাটাক ড্রোন নেই।

অকাল প্রয়াণ

● **প্রথম পাতার পর।।** সাংবাদিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে যান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি বলেন, সাংবাদিক অভিজিৎ রাহার মৃত্যু ভীষণ বেদনাদায়ক। সবসময় হাসি খুঁশি চেহারা নিয়ে থাকা অভিজিতের মৃত্যু এলাকাবাসীও বিশ্বাস করতে চাইছেন না। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে সাংবাদিক হিসাবে তাঁর সাথে পরিচিতি। কিছু দিন আগেই তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলেন অভিজিৎ। তিনি প্রয়াত সাংবাদিকের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এদিকে, তাঁর মৃতদেহ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আনা হবে সাংবাদিকরা সহকর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। আগরতলা প্রেস ক্লাব এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক প্রয়াত সাংবাদিককে অন্তিম বিদায় জানিয়েছেন। এদিকে, ত্রিপুরা ফটো জানার্লিস্ট এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জানার্লিস্ট এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ওয়েব মিডিয়া ফোরাম, ত্রিপুরা ককবরক মিডিয়া ফোরাম এবং ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি সাংবাদিক অভিজিৎ রাহার মৃত্যু গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তা শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছে।

এদিকে, বিজেপি প্রদেশ কমিটি তরুণ সাংবাদিকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভটাচার্য এক শোক বার্তায় বলেন, রাজ্যের বিশিষ্ট যুবচিত্র সাংবাদিকের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পার্টির বেশ কয়েকজন কার্যকর্তা প্রয়াতের শ্যামলীবাজার স্থিত নিজ বাড়িতে ছুটে যান। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা অভিজিৎ রাহার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, প্রতিবাভান এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে শুধু সাংবাদিক মহল কিংবা শুধু যে তার পরিবারই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমনটা নয়। তাঁর মৃত্যুতে গোটা সমাজেরই বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। তিনি প্রয়াত সাংবাদিকের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন। এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন। অভিজিৎ রাহার অকাল প্রয়াণে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে থেকে সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি।

২ জন

● **প্রথম পাতার পর।।** গোমতী জেলায় ৩১ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

এদিকে, করবুকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগেও বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি আধিকারিক রা করোনয় আক্রান্ত হয়েছেন।পরপর প্রশাসনের কর্মকর্তারা করণায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে এলাকার সাধারন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সরকারি আবাসে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।অন্যান্য পুলিশ কর্মী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে করোনার বিস্তার না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। বাজার হাট সহ সর্বত্রই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।এলাকার জনগণকে সচেতন করতে মহাকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে।

অপরদিকে, বিশালগড় মহাকুমার মধুপুর বাজারে ৩ জন ব্যবসায়ীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। এই সংবাদ চাউর হতেই ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাজার ব্যবসায়ী সংঘের সম্পাদক এই কথা স্বীকার করেছেন। উল্লেখ্য বাজারে ৩ ব্যবসায়ীর মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পাওয়া যাওয়ার পর বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নিরাপত্তা জনিত কারণে বাজারের দোকানপাট আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। মধুপুর বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ দেখা দেওয়ায় ক্রেতা-বিক্রেতা এর মধ্যেই আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। এলাকার মানুষজন যথেষ্ঠ সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করছেন। সংক্রমণ যাতে বিস্তার লাভ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক তা বজায় রাখতে প্রশাসনের তরফ থেকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

অনুমতিপত্র

● **প্রথম পাতার পর।।** কাগজপত্র থাকলে তারা যাতায়াত করতে পারবেন।

এদিকে, শিগগিরই বাংলাদেশিদের জন্য ভারতের ভিসা চালু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাস। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে স্যাত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি বলেন, বর্তমানে বাই এয়ারে খুব ইর্মাজেন্সি মেডিকেল ভিসা, বিজনেস ভিসা দেয়া হচ্ছে। চেষ্টা করছি যেনো এটা যত তাড়াতাড়ি নরমাল হয়। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে স্যাত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাস

বৈঠক প্রসঙ্গে রীভা গাঙ্গুলী দাস বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা খুব কোজলি কাজ করে থাকি। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক আছে। অনেক কাজ হয়েছে। করোনার মধ্যেও আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। এটা ভালো সম্পর্কে কারণেই সম্ভব হয়েছে, এখানে ট্রেড ট্রেন চলছে। সাপ্লাই চেইন ঠিক আছে এবং অনেক বেশি সুচারু হয়েছে। এরইমধ্যে অনেকগুলো চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া একসঙ্গে অনেকগুলো প্রজেক্টের কাজও শেষ করেছি। তিনি আরো বলেন, আমাদের ট্রেড বাড়বে। এটাতে বাংলাদেশেরও লাভ হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এরইমধ্যে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে জাহাজ চলাচলের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটর প্রসিডিউর (এসওপি) স্বারের আলোকে ট্রায়াল হয়ে গেছে। এখন কাজ হচ্ছে- বাকিগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেটাও সহজভাবে হয়ে যাবে।

আহত যুবক

● **প্রথম পাতার পর।।** যুবকের নাম হারাধন শীল। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বাই খোঁড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে এই হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে কোনো সংবাদ নেই।অভিযুক্তকে অবিলম্বে খুঁজে বের করে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর।।** বছর বয়সি ছেলে সূর্য চাষার পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গেছে। সংগৃহীত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ আধিকারিকটি জানিয়েছেন, সকালে ছেলেকে পাশের বাড়িতে বোনের কাছে রেখে কাজে বেরিয়ে যান সূর্য চাষার মা। তার বাবাও সকালে কাজে বেরিয়ে যান। কিন্তু, সবার নজর এড়িয়ে কখন শিশু সূর্য পুকুরে জলে পরে যায়, তা কেউ টের পাননি।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়না তদন্তের পর শিশুর মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কমিটি গঠিত

● **প্রথম পাতার পর।।** বিদারক ওই ঘটনায় গতকালই স্বাস্থ্য দপ্তর সত্যউদ্ঘাটনে শিশুর ময়না তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আরও এক কদম এগিয়ে ওই ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যর কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

‘আট দলের’ টুর্নামেন্টে ফিরছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

স্বাস্থ্য ঝুঁকির চোখরাঙানির মাঝে ফুটবলের প্রয়োজনে আছে টুর্নামেন্ট শেষ করার তাড়া। হাতে সময়ও বেশি নেই। তাই আনকোরা এক বিকল্প উপায় খুঁজে নিল উয়েফা। স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে একই শহরে ‘আট দলের মিনি-টুর্নামেন্ট’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।নতুন আঙ্গিকে টুর্নামেন্টের বাকি অংশ হবে আগামী অগাস্টে, পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে নির্বাহী পর্ষদের মিটিংয়ের পর উয়েফার ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি জর্জিয়ো মার্চেত্তি জানান, ফাইনালে হবে ২৩ অগাস্ট।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উয়েফা। আগের সূচিতে এবারের ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল তুরস্কের ইস্তানবুলে; গত ৩০ মে। এবার কোয়ার্টার-ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল সরিয়ে নেওয়া হলো নতুন ভেন্যুতে।নকআউট পর্বে টুর্নামেন্টটির সব রাউন্ডই সাধারণত হয় দুই লেগের। কিন্তু বদলে যাওয়া ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় এবার কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল হবে এক লেগে।শেষ ষোলোর চারটি ম্যাচ অবশ্য এখনও বাকি আছে। ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ-চেলসি, ইউভেন্তুস-অলিম্পিক লিওঁ ও বার্সেলোনা-নাপোলি লড়াইয়ের ফিরতি লেগ হবে আগামী ৭ ও ৮ অগাস্ট। এই ম্যাচগুলোর ভেন্যু এখনও নিশ্চিত হয়নি। হতে পারে পূর্ব নির্ধারিত ভেন্যুতে, নয়তো পর্তুগালে।এরই মধ্যে শেষ আটের টিকেট নিশ্চিত করেছে, পিএসজি, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আতালান্তা ও লাইপজিগ।মহামারীকালে প্রতিটি ম্যাচই দর্শকশূন্য মাঠে আয়োজনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন উয়েফা সভাপতি আলেকসান্দের চেফেরিন। অবশ্য খুব সামান্য সম্ভাবনা আছে প্রেক্ষাপট বদলের।ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগিতা ইউরোপা লিগের ক্ষেত্রেও হয়েছে একই রকম সিদ্ধান্ত। জার্মানির কয়েকটি শহরে হবে নতুন আঙ্গিকে প্রতিযোগিতাটি। আগামী ১০ অগাস্ট শুরু হয়ে শেষ হবে ২১ অগাস্ট।নারী ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগও হবে আট দলের মিনি টুর্নামেন্টে; ভেন্যু শহর স্পেনের বিলবাও ও সান সেবাস্তিয়ান। ফাইনাল হবে ৩০ অগাস্ট।সিদ্ধান্ত এসেছে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েও। ২০২০ ইউরোর ম্যাচগুলো হওয়ার কথা ছিল ইউরোপের ১২টি শহরে। বুধবারের সভার পর জানানো হয়, আগের মতোই ওই ১২ শহরেই বসবে আগামী বছর হতে যাওয়া প্রতিযোগিতাটি।২০২১ সালের ২১ জুন শুরু হবে টুর্নামেন্টটি। আর স্থগিত হয়ে যাওয়া বাছাইপর্বের প্লে-অফ ম্যাচগুলো হবে আগামী ৮ অক্টোবর ও ১২ নভেম্বর।

জয়রথে থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ: রাকিতিচ

প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোল খাওয়ার আগ পর্যন্ত বার্সেলোনাকে বেশ চাপে রেখেছিল তলানির দল লেগানেস। ইভান রাকিতিচও ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় মেনে নিলেন, ম্যাচটা তাদের জন্য কঠিন করে তুলেছিল প্রতিপক্ষ। বার্সেলোনার ক্রোয়াট মিডফিল্ডার জানালেন জয়ের ধারা ধরে রাখার স্বস্তির কথা।

লা লিগায় মঙ্গলবার রাতে নিজেদের মাঠ কাম্প নউয়ে লেগানেসকে ২-০ গোলে হারানো বার্সেলোনা ২৯ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। ৪২তম মিনিটে আনসু ফাতি শিরোপাধারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে স্থগিত থাকা লিগ পুনরায় শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ জিতল বার্সেলোনা। রাকিতিচের কাছে জয়ের ধারায় থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য নিজেদের খেলায় গতির ঘাটতিও দেখছেন ৩২ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।

“যদিও আজ (মঙ্গলবার) যেমনটা খেলেছি, তার চেয়ে বেশি গতি আমাদের খেলায় থাকা দরকার ছিল, কিন্তু জয়ের ধারায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ৬ পয়েন্ট পেয়েছি (দুই ম্যাচে) এবং প্রতিটি ম্যাচে আমরা আরও ভালো হয়ে উঠছি।”

“এই পর্যায়ে সব দলই অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকে; আমরা কঠিন ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিলাম। জায়গা খুঁজে পাওয়ার কাজটা তারা আমাদের জন্য কঠিন করে তুলেছিল। তারা কিছু ফাউল করেছিল, কিন্তু ম্যাচ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য পরিস্থিতি সহজ হয়ে গেল।”

এই ম্যাচে রাকিতিচের মতো শুরুর একাদশে ফেরেন ফাতিও। বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেওয়া ১৭ বছর বয়সী তরুণকে আরেকটু ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলেন অভিজ্ঞ ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

“আনসুর গোল পর্যন্ত আমরা ধৈর্য ধরে ছিলাম এবং ওর গোলের পর ম্যাচটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। ফাতিকে নিয়ে আমি খুশি। সে দারুণ কাজ করছে, কিন্তু তাকে ধৈর্য ধরতে হবে।”

ব্যালন ডি’অর নিয়ে ভাবেন না লেভানদোভস্কি

মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটছে রবের্ত লেভানদোভস্কির। লিগ শিরোপা জয়ের দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া বায়ার্ন মিউনিখের সফল পথচলার অন্যতম নায়ক তাই স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছেন ব্যালন ডি’অরের আলোচনায়। অবশ্য বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার নিয়ে খুব একটা ভাবেন না বলে জানিয়েছেন এই পোলিশ তারকা।

তবে ফুটবলে যেকোনো কিছুই সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।। ফ্রেঞ্চ ফুটবলকে সোমবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে লেভানদোভস্কি জানান, নিজের সেরাটা দিয়ে গোল করা ও শিরোপা জেতাই তার মূল লক্ষ্য।

“গত ডিসেম্বরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি ছিলামআমি যা চেষ্টা করি তা হলো, নিজের সেরাটা খেলা, শিরোপা জেতা এবং আরও গোল করা। তবে এটা এমন কিছু, যা দলীয় শিরোপা জেতা ছাড়া সম্ভব না। তাই এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

“ব্যালন ডি’অর নিয়ে এমনকি আমি ভাবিও না। তবে আমি বিশ্বাস করি, সবকিছুই সম্ভব।”

ফুটবলের মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারের দৌড়ে কখনই সেরা তিনে জায়গা পাননি লেভানদোভস্কি। এই লড়াইয়ে তার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ২০১৫ সালে চতুর্থ হওয়া।

এবারের চিত্র ভিন্ন হতে পারে। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৪৫ গোল করে দাবিটা জোরালো করেছেন তিনি।

তার অসাধারণ নৈপুণ্যেই আরও একটি বুন্ডেসলিগা শিরোপার খুব কাছে পৌঁছে গেছে বায়ার্ন।

মঙ্গলবার ভার্ডার ব্রেমেনের মাঠে জিতলেই ৩০তম লিগ শিরোপা জিতবে মিউনিখের দলটি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১২টায়।

এরই মধ্যে জার্মান কাপের ফাইনালেও উঠেছে দলটি। এগিয়ে আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার পথে; শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল তারা। বুন্ডেসলিগায় এখন পর্যন্ত ৩০ গোল করে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে থাকা লেভানদোভস্কি ইউরোপ সেরার আসরে করেছেন সর্বোচ্চ ১১ গোল। তার অসাধারণ পারফরম্যান্সই মূলত সাত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন দেখছে জার্মানির সফলতম দলটি। আর এতেই আলোচনায় চলে এসেছেন লেভানদোভস্কি।

লেভানদোভস্কি যখন ‘লেভানগোলস্কি’

রবের্ত লেভানদোভস্কি মাঠে নামা মানেই যেন গোল করা নিশ্চিত। সতীর্থরা তাই ভালোবেসে তার নাম দিয়েছেন ‘লেভানগোলস্কি’! বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকারের এই নামের কথা জানালেন ক্লাব সতীর্থ আলফুঁস ডেভিস। এই মিডফিল্ডারের মতে, বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার এখন লেভানদোভস্কি।

চলতি মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটছে লেভানদোভস্কির। মাঝে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লম্বা সময় খেলা বন্ধ থাকলেও এই পোলিশ স্ট্রাইকারের ছন্দপতন হয়নি। তার একমাত্র গোলে মঙ্গলবার ভার্ডার ব্রেমেনকে হারিয়ে দুই ম্যাচ বাকি থাকতে বুন্ডেসলিগায় টানা অষ্টম শিরোপা নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন।এবারের লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা লেভানদোভস্কির এটি ৩১তম গোল। জার্মানির শীর্ষ লিগে একক মৌসুমে যা কোনো বিদেশি খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ। ২০১৬-১৭ মৌসুমে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে ৩১ গোল করে রেকর্ডটা গড়েন বর্তমানে আর্সেনালে খেলা পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। এই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৪০ ম্যাচে লেভানদোভস্কির গোল সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬টি। দলের সবশেষ ১০ ম্যাচে করেছেন ৯ গোল।শিরোপা জয়ের ম্যাচ শেষে শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ককে স্তুতির জোয়ারে ভাসালেন মিডফিল্ডার ডেভিস।“আমরা তাকে ডাকি ‘লেভানগোলস্কি।’ সেরা স্ট্রাইকার সে, বিশ্বের সেরা। এক মৌসুমে ৩১ গোল করা অবিশ্বাস্য।” বায়ার্নের জন্য মৌসুমের শুরুর চিত্র ছিল বেশ খারাপ। একটা পর্যায়ে লিগে তারা নেমে গিয়েছিল সপ্তম স্থানে। ব্যর্থতার দায়ে চাকরি হারান তখনকার কোচ নিকো কোভাচ। গত নভেম্বরের শুরুতে হান্স ফ্লিক অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘুরে দাঁড়ায় দলটি। কোচকে নিয়েও প্রশংসা ঝরল ডেভিসের কণ্ঠে।“অবিশ্বাস্য, হান্স ফ্লিক ভালো কোচ। আমাদের কাছে তার চাওয়া অনেক। খেলায় ও ট্রেনিংয়ে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ দেন। প্রতিটি ম্যাচে সবকিছুর জন্য নিজেদের উজার করে দেই আমরা।”শিরোপা নিশ্চিত করার দিনে ডেভিস নিজে পুরো ম্যাচ খেলতে পারেননি। ৮০তম মিনিটে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার মিলোস ভেলিকোভিচকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ১৯ বছর বয়সী কানাডিয়ান মিডফিল্ডার। এর জন্য সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

সানচেসকে ছুঁয়ে রোনালদোর আরও কাছে মেসি

লেগানেসের বিপক্ষে সফল স্পট কিকে লা লিগায় পেনাল্টি থেকে গোল করাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন লিওনেল মেসি। যেখানে আগে থেকেই আছেন সাবেক ফুটবলার হুগো সানচেস। তালিকায় সবার ওপরে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।কাম্প নউয়ে মঙ্গলবার রাতে ২-০ ব্যবধানে বার্সেলোনার জয়ের ম্যাচে ৬৯তম মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি। ডি-বক্সে তিনিই ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে তরুণ আনসু ফাতির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ক্রীড়া উপাত্ত বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান অপটার তথ্য অনুযায়ী, লা লিগায় পেনাল্টি থেকে এটি মেসির ৫৬তম গোল। স্পট কিকে সমান সংখ্যক গোল করেছিলেন মাদ্রিদের দুই দল

আতলেতিকো ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ফরোয়ার্ড হুগো সানচেস। ৬১ গোল করে এই দুজনের ওপরে আছেন রোনালদো। ২০০৯-১৮ সাল পর্যন্ত রিয়ালের জার্সি গায়ে গোলগুলো করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।স্পেনের শীর্ষ লিগে আর কেউ পেনাল্টি থেকে ৫০ গোল করতে পারেনি। ৪৬ গোল নিয়ে তালিকার চতুর্থ স্থানে আছেন বার্সেলোনার সাবেক মিডফিল্ডার রোনাল্ড কোমান।

‘ট্রেবলের প্রথম ধাপ’ পেরিয়ে উচ্ছ্বসিত বায়ার্ন কোচ

দুই ম্যাচ হাতে রেখে দল বুন্ডেসলিগা শিরোপা জেতায় ভীষণ খুশি বায়ার্ন মিউনিখ কোচ হান্স ফ্লিক। তবে লক্ষ্য আরও বড় হওয়ায় উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে নারাজ তিনি। ফ্লিকের নজরে এখন জার্মান কাপ।আগামী ৪ জুলাই, বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ফাইনালে বর্তমান ও রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা মুখোমুখি হবে বায়ার লেভারকুজেনের। ফ্লিকের আসল লক্ষ্য অবশ্য দলকে ‘ট্রেবল’ জেতানো। স্বপ্ন পূরণে জার্মান কাপ জিতে মনযোগ দিতে চান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।তাইতো লিগ শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর স্কাই স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উচ্ছ্বাসে না ভেসে সামনের চ্যালেঞ্জের কথা বললেন কোচ।“আমরা কেবল প্রথম ধাপ পার হলাম। এই শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে অর্জন করলাম আমাদের প্রথম বড় লক্ষ্য। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে সামনে আমাদের আরেকটি লক্ষ্য আছে, জার্মান কাপ।”গত নভেম্বরে দলের বাজে ফর্মের কারণে নিকো কোভাচ বরখাস্ত হলে তার জায়গায় এসে পথ দেখান ফ্লিক। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেলেও পরবর্তীতে ৫৫ বছর বয়সী এই জার্মানকে স্থায়ী নিয়োগ দেয় বায়ার্ন। আস্থার প্রতিদানও তিনি দিয়ে চলেছেন দারুণভাবে। তার অধীনে সব প্রতিযোগিতা মিলে ২৯ ম্যাচে দলটির জয় ২৬টি।

পরিশ্রমী গ্রিজমানের চেষ্টায় খুশি বার্সা কোচ

প্রথমার্ধে ড্রিঙ্কস ব্রেকে অনেকটা সময় ধরে অঁতোয়ান গ্রিজমানকে কিছু একটা বলছিলেন লিওনেল মেসি। বিরতির পর মাঠে ফেরার সময়ও তার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন বার্সেলোনা অধিনায়ক। কাজ হয় তার কথায়। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে জাল খুঁজে পান উজ্জীবিত গ্রিজমান। অফসাইডের জন্য সেটি গোল না হলেও ফরাসি ফরোয়ার্ডের গুরুত্ব কমছে না কিকে সেতিয়েনের কাছে। বার্সেলোনা কোচ তাকে দেখেন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে।

কাম্প নউয়ে মঙ্গলবার রাতে লেগানেসের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচে আনসু ফাতি ও মেসির গোলে ২-০ ব্যবধানে জিতে বার্সেলোনা।

৬৩তম মিনিটে জালে বল পাঠিয়েছিলেন গ্রিজমান। কিন্তু ভিএআর প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে গোল দেননি রেফারি। মেসির কাছ থেকে বল পাওয়ার সময় একটুর জন্য অফসাইডে ছিলেন খানিক আগে বদলি নামা সেমেদো।

গ্রিজমান গোল পেলেন কী পেলেন না, সেটাকে অতো গুরুত্ব দিচ্ছেন না সেতিয়েন। দলের জন্য বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ডের পরিশ্রমটাকে বড় করে দেখছেন তিনি। “কঠোর পরিশ্রম করা গ্রিজমানকে নিয়ে আমি খুবই খুশি। সে মাঠে ছোটাছুটি করেছে, জায়গা খুঁজে বের করেছে, সতীর্থদের খেলার জায়গা করে দেওয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে তাদের পজিশন থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছে।” “আজ সে একটা গোল পেল, কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে গেল। সত্যিই সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।”মাঝে চোটে ভোগা ফাতি শুরুর একাদশে ফিরে পেয়েছেন গোলের দেখা। ৪২তম মিনিটে জুনিয়র ফিরপোর বাড়ানো বল পেয়ে জটলা থেকে গড়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন ফাতি। আক্রমণে ও রক্ষণে ১৭ বছর বয়সী এই তরুণের ভূমিকা নজর কেড়েছে বার্সেলোনা কোচের।

“আক্রমণ ও রক্ষণ-দুই জায়গাতে সে ভালো খেলেছে। এটা সত্যি যে, কিছু জায়গায় তার ঘাটতি আছে। চোট সমস্যার কারণে কিছুদিন অনুশীলন থেকে বিরত থাকায় তার যে ধারাবাহিকতার প্রয়োজন, সেটা এখনও পায়নি।” “যখনই সে মাঠে নেমেছেসে ভালো খেলেছে, কিন্তু ওই (চোট) সমস্যাগুলোর কারণে আমি তাকে আর কোনো ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চাই না।”

Notice Inviting Tender (NIT).

Sealed Tenders are invited by the undersigned on the behalf of the Governor of Tripura from reputed co-operative/SHG/NGO /authorized firm/ Distributor/Agent/Contractor/ for "Operating/Running a coffee corner shop at canteen of Unakoti District Hospital Kailashahar"

The Tender form with detailed description of items available in coffee shop and revenue along with Terms & Conditions will be available from the Office of the Medical :superintendent, Unakoti District Hospital, Kailashahar, Unakoti, Tripura on any working days during the office hour from 11:00 am to 4:00 pm, upto 20th August, 2020 (Free of cost) and also available through website www.tripurainfo,com or www.tripura.nic.ir

The undersigned shall not be liable for any postal delay

ICA/C-1332/2020-21

CHAIRMAN
Tender Committee
Medical Superitendent
District Hospital,'Unakoti
Kailashahar,Unakoti Tripura

PRESS MeT. NO. 20/EE/DWS/DIVNIUDP12020-21
Dated : 10-08.2020

The Executive Engineer, DWS Division, Udaipur,Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the eligible Bidders / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC /MES /CPWD/ Railway/ P&T/Other State PWD and also from the Central & State Public Sector Undertakings I Enterprise and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy) for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 108/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 20,90,804.30	₹ 20,908.00
2	DNIeT. No. 109/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 20,90,804.30	₹ 20,908.00
3	DNIeT. No. 110/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 16,92,142.59	₹ 16,921.00
4	DNIeT. No. 111/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 16,92,142.59	₹ 16,921.00
5	DNIeT. No. 112/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 20,98,330.10	₹ 20,983.00
6	DNIeT. No. 113/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 20,98,330.10	₹ 20,983.00
7	DNIeT. No. 114/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 20,98,330.10	₹ 20,983.00
8	DNIeT. No. 115/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 24,23,470.04	₹ 24,235.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 31.08-2020 Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 31-08.2020 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/ KillalRiglAmarpur/ Karbook/Ompi and the website https:// www.tripuratendersgov.in

ICA/C-1325/2020-21

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer DWS Division
Udaipur Gomati District, Tripura

হাতে গোনা আর কয়েকদিন বাকি সিদ্ধিবিনায়ক শ্রীগণেশ ঠাকুরের পূজার। তাই মূর্তি পাড়ায় চলছে চরম ব্যস্ততা। ছবি- নিজস্ব।

সুলভমূল্যে ফ্ল্যাট ক্রয়ের স্বপ্ন ত্রিপুরাবাসীর পূরণ হতে চলেছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ আগস্ট (হি.স.)।। সুলভমূল্যে ফ্ল্যাট ক্রয়ের স্বপ্ন ত্রিপুরাবাসীর পূরণ হতে চলেছে। টাউনশিপ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (টুডা) টাউনশিপ প্রকল্প রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন হিসেবে গণ্য হবে।

আজ বৃহস্পতিবার আগরতলার কামান চৌমুহনিস্থিত বিবেকানন্দ মার্কেট এলাকায় টুডা-র টাউনশিপ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমি পূজা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। টাউনশিপ প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, পুনে সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যে শহর এলাকার উন্নয়নে আরবান প্ল্যানিং সংস্থা রয়েছে। ত্রিপুরায় এ ধরনের কোনো সংস্থা ছিল না। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আগরতলা শহর সহ রাজ্যের অন্যান্য শহর ও নগরের উন্নয়নে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। এই লক্ষ্যেই টুডা গঠন করা হয়েছে। টুডা-র লক্ষ্য শহর এলাকায় বিশেষ প্রকল্পগুলি সুচারুভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে হলে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্থানীয়ভাবে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে লোকাল ফর ভোক্যাল, এই আহ্বান রেখেছেন। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, কোনও কাজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ব্যবস্থা না থাকলে সেই কাজ কখনও সফল হতে পারে না। তিনি বলেন, ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ছাড়া নগরোন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে শহর ও নগর এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

তাঁর কথায়, টাউনশিপ প্রকল্প ছাড়াও টুডা কেন্দ্রীয় সরকারের লাইট হাউজ প্রজেক্টের মাধ্যমে গরিব অংশের মানুষদের জন্য ১০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করবে। রাজ্যে আগে ধারণা ছিল ত্রিপুরা ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত থাকার কারণে এখানে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজকে রাজ্যে ১৪ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। বিগত দিনে যারা রাজ্য পরিচালনা করত শহর এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের সে রকম মানসিকতা ছিল না বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, টুডা টাউনশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিবেকানন্দ মার্কেট এলাকায় ৪৮টি ফ্ল্যাট এবং কুঞ্জবন এলাকায় ২১৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করবে। আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই ফ্ল্যাটগুলি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, ফ্ল্যাটগুলিতে উন্নতমানের পার্কিং ব্যবস্থা, জিমনাশিয়াম, কমিউনিটি সেন্টার, সিসি টিভি ক্যামেরা, খেলাধুলোর জন্য পর্যাপ্ত স্থান সহ অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রাখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা শহরের আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে নগরোন্নয়ন দফতর বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। সুপরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরবাসী বন্যার প্রকোপ থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পেয়েছেন। রাজ্যকে আগামীদিনে আরও উন্নত এবং আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্যবাসীর প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ নিগমের কয়েকটি ডিভিশন বেসরকারি সংস্থায় হস্তান্তর, বিরোধীতা সিপিএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। গত ৬০-৭০ বছর ধরে রাজ্য সরকারের তথা জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে গড়ে তোলা বিদ্যুৎ কাঠামো ব্যবহার করে বহিঃরাজ্যের বেসরকারি সংস্থাকে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের কয়েকটি ডিভিশন হস্তান্তরিত করে মুফতে প্রচুর অর্থ মুনাফা করার সুযোগ দিতে রাজ্যের বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী এক বিবৃতিতে এর তীব্র বিরোধিতা করছে।

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ দপ্তর স্থাপনের পর থেকে যো বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম) সরকারি তহবিল থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ওনূতন নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যুৎ ঘাটতি থেকে রাজ্যকে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্যে উন্নীত করা হয় এবং রাজ্যের সর্বত্র নাগরিকরা যাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুবিধা পানতার জন্য বিদ্যুৎ লাইন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। গরীবরা যাতে সস্তায় বিদ্যুৎ জনগণের সম্পদ বেসরকারিকরণ তথা ধনিকদের মুফতে ব্যাপক মুনাফা করার কেন্দ্রের মোদি সরকার যে ঢালাও সুযোগ দিচ্ছে, রাজ্যে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্যেও সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকার কৈলাশহর, মোহনপুর সহ ৫টি ডিভিশন বেসরকারি সংস্থার হাতে প্রথম পর্যায়ে তুলে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম কৈলাশহর বিদ্যুৎ ডিভিশন বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে যে চুক্তিপত্র করছে, এই চুক্তি পত্রটি ব্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের তৈরী করা কিনা সন্দেহ। এটা বি জে পি শাসিত রাজ্যগুলোর অনুরূপ চুক্তির কার্বন কপি বলেই ধারণা। এই চুক্তিপত্রে বেসরকারি ব্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের কাঠামো বিনামূল্যে ব্যবহার করে ব্যবসা করবে। পরিকাঠামো হস্তান্তরের কোন অর্থমূল্য চুক্তিতে নেই। বেসরকারি কোম্পানীটি আগামী ১০ বছরের জন্য বিদ্যুৎ নিগম থেকে বিভিন্ন স্ল্যাবে বিদ্যুৎ কিনে ব্যবসা করবে। চুক্তিপত্রে উল্লেখ আছে বিদ্যুৎ নিগমে বর্তমানে কর্মরত ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মীরা বেসরকারি কোম্পানীতে নির্দিষ্ট এলাকায় ডেপুটেশনে কাজ করবেন। এর ফলে ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মীদের বেতন-ভাতা হবে বেসরকারি কোম্পানীর মর্জিমাফিক। বর্তমান সরকার বহিঃরাজ্যের একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে কিছু কারিগরী কর্মী নিয়োগ করে। এদের অনেকেই বেতন-ভাতা না পেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে ডিভিশনগুলো হস্তান্তর করা হলে ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মীদের চাকরির কোন নিরাপত্তাই থাকবে না। তাছাড়া রাজ্যের বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

বেসরকারি কোম্পানীগুলোকে হস্তান্তরিত ডিভিশন এলাকার নূতন পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিদ্যুৎ নিগম অর্থ দেবে। এটা বেসরকারি কোম্পানীকে অর্থ পাইয়ে দেয়ার আরেকটি বাড়তি সুযোগ। চুক্তিপত্রের ২৩ অনুচ্ছেদে ষ০৭০০এথা ৫৩ নামে একটি বিধান রাখা হয়েছে। এই ধারাটির সুযোগ নিয়ে বেসরকারি সংস্থা যে কোন দুর্যোগের সময় অজুহাত খাড়া করতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ওড়িশায় কয়েক বছর আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বেসরকারী কোম্পানী সরবরাহ ব্যবস্থা মেরামত না করে পালিয়ে গিয়েছিল। সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। বিদ্যুৎ ডিভিশন বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেয়ার বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে জনস্বার্থ বিরোধী।

এমনিতেই গত ২৭-২৮ মাস ধরে রাজ্যের বিদ্যুৎ ভোক্তারা চরম দুর্ভোগে রয়েছেন। মিটার রিডিং ছাড়াই বিরাট অংকের বিল করা হচ্ছে বলে ভুরিভুরি অভিযোগ আসছে।

সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বিদ্যুৎডিভিশন বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেয়ার তীব্র বিরোধিতা করছে। রাজ্য সরকার এবং বিদ্যুৎ নিগমকে এ উদ্যোগ থেকে এখনি সরে আসতে দাবি জানাচ্ছে। রাজ্যের সব অংশের নাগরিকদের বিদ্যুৎডিভিশন বেসরকারিকরণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে আহবান জানাচ্ছে।

১১ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৮৩৩ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৫৬,৭০৮

জয়পুর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬০৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। নতুন করে ৬০৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৬,৭০৮। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৬০৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১৭১ জন।

আক্রান্ত ৬০৭ জনের মধ্যে আলওয়ারে আক্রান্ত ৭৩ জন, বারমের-এ ৩২ জন, বিকানের-এ ৭৮ জন, চিত্তোরগড়ে ৩৩ জন, দৌসায় ৭ জন, গঙ্গানগরে ৬ জন, হনুমানগড়ে ২০ জন, জয়পুরে ৫৯ জন, জালোরে ১৪ জন, কোটায় ১০০ জন, নাগাউরে ৮ জন, পালিতে ৩৪ জন, সিকারে ৯১ জন এবং উদয়পুরে ৫৩ জন মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬,৭০৮-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৮১৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,০৫৬ এবং নতুন করে ১১ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৮৩৩ জনের।

পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার এসোর কার্যালয় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন ত্রিপুরার সকল সদস্য ও সদ্যসা এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো যাইতেছে যে এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয় ওরিয়েন্ট চৌমুহনী থেকে দুর্গা চৌমুহনী স্থিত বিপনী বিতানের দ্বিতলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইঃ সুবীর চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ১২৪ জন পুলিশ কর্মীর, সুস্থতার সংখ্যা ৯,৪১৬

মুম্বই, ১৩ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২৪ জন পুলিশ কর্মীর। বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ১১,৭৭৩ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯,৪১৬ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,২৩৩ জন।

বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১২৪ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯,৪১৬ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ২,২৩৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮১ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জন পুলিশ কর্মীর। মৃত ১২৪ জনের মধ্যে ১১ অফিসার এবং ১১৩ জন অন্যান্য পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী।

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটেই, রয়েছেন ভেন্টিলেশনেই

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটেই। বিশেষ কোনও পরিবর্তনই হয়নি, তাই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে এখনও ভেন্টিলেশনেই রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় কোনও।পরিবর্তন আসেনি। তবে হৃদযন্ত্রের কাজ, রক্ত সঞ্চালন ও রক্তচাপ স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রয়েছেন তিনি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

আক্রান্ত প্রায় ২৪ লক্ষ, ভারতে করোনায় মৃত্যু ৪৭,০৩৩ জনের : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে! স্বস্তি দিয়ে দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, একইসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে মৃত্যু-মিছিল। বাড়তে বাড়তে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৬,৯৯৯ জন, যা এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৭,০৩৩ জন এবং সংক্রমিত ২৩,৯৬,৬৩৮ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৬,৯৫,৯৮২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬২২।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৪৭,০৩৩ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ২,২৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ১৬১ জন, বিহারে ৪১৬ জনের, চন্ডীগড়ে ২৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১০৯ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,১৫৩ জনের, গোয়া ৮৯ জন, গুজরাটে ২,৭১৩ জনের, হরিয়ানায় ৫০৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৮ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৯৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৯৭ জনের, কর্ণাটকে ৩,৫১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১২৬ জন, লাদাখে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,০৪৮ জন, মহারাষ্ট্রে ১৮,৬৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১২ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওড়িশায় ৩০৫ জনের, পুদুচেরিতে ৯৬ জন, পঞ্জাবে ৬৭৫ জন, রাজস্থানে ৮২২ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৫,২৭৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৬৬৫ জন, ত্রিপুরায় ৪৪ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৪০ জন, উত্তর প্রদেশে ২,২৩০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,২০৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৯৬ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭০.৭৭ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৭.২৭ শতাংশ মানুষ। কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ বুঝতে ও মারণ এই ভাইরাসকে পরাজিত করতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১২ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৬৮,৪৫,৬৮৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১২ আগস্ট ৮,৩০,৩৯১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মানসিক ভারসাম্য ব্যক্তি দূর্ঘটনাগ্রস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। এক অমানবিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উদয়পুর সুনামুরা চৌমুহনীতে। এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি উদয়পুর সোনামুড়া চৌমুহনীতে বেশ কিছুদিন ধরেই অবস্থান করছিল। মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তির পায়ের উপর দিয়ে বাইক কিংবা গাড়ি তুলে দেয় কে বা কারা। তাতে তার পা ভেঙ্গে গেছে। স্থানীয় লোকজনকে চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে আহত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তির একটি পা ভেঙে গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কে এই ঘটনা সংঘটিত করেছে সে সম্পর্কে কোন পুলিশ।

কুমারঘাটে সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। কুমারঘাট এর স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মহকুমা শাসক এর উদ্যোগে এক সাফাই অভিযান সংগঠিত করা হয়। সাফাই অভিযান এর এসডিএম সন্দীপ চক্রবর্তী এবং এলাকার বিধায়ক ভগবান দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সাফাই অভিযান এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী বলেন দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্বচ্ছতা বজায় রাখার লক্ষ্যেই কুমারঘাট বৃহস্পতিবার সাফাই অভিযান সংগঠিত করা হয়। অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের সাবাই অভিযানে শামিল হতে সমাজের সকল স্তরের জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।বিধায়ক ভগবান দাস অভিযানে অংশ নিয়ে বলেন দেশের স্বাধীনতাকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যেই সাফাই অভিযান সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হব।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও দেশের স্বাধীনতা দিবস পালনের ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের অনীহা তৈরি না হয় সেদিকে স্বাধীনতাপ্রেমী সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।সাফাই অভিযান কে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তবে একহাতে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই সাফাই অভিযান এর অংশ নেন মহকুমা শাসক সহ অন্যান্যরা।

নোনাছড়া এডিসি ভিলেজে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অন্তর্গত নুনাছড়া এডিসি ভিলেজে রাস্তা নির্মাণের কাজে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। দত্তপাড়া থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত এই রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তা নির্মাণের কাজে যেসব ইট ব্যবহার করা হচ্ছে তা খুবই নিম্নমানের। এ বিষয়ে স্থানীয় জনগণ তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন।কিন্তু আপত্তি অকার্যকর এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার রাস্তা নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নুনাছড়া এডিসি ভিলেজ এর সাধারন জনগন।রাস্তা নির্মাণের কাজে গুণগত মানসম্পন্ন ইট ও অন্যান্য নির্মান সামগ্রী ব্যবহার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।বিষয়টি তারা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

ছয়ের পাতায় দেখুন

রেশমি দেবকে সংর্বধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ আগস্ট।। বিশালগড় বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালযের ছাত্রী রশমি দেবকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১২ ঘটিকায় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির তরফ থেকে স্কুলের মধ্যে এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন এর ছাত্রী রশমি দেব। প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৪। সিপাহী জলা জেলায় সর্বপ্রথম কোন ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে এবং বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই প্রথম বিজ্ঞান বিভাগে কেউ অষ্টম স্থান অধিকার করেছে এমনটাই জানিয়েছেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি রশমি দেবনাথকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং ওর হাতে ডাইরি কলম এবং ফুলের তোড়া তুলে দেয় এবং রশমির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে। এই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম দেবনাথ সহ সভাপতি সম্পাদক সহ আরো অনেকে। আলোচনা করতে গিয়ে পরিচালন কমিটির সভাপতি বলেন ১৯৮৭ সালের ১২ ই জানুয়ারি এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজকে এই বিদ্যালয়টি একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছেছে। এই বিদ্যালয়টি আজ বিশালগড় মহকুমা নয় সিপাহী জলা জেলা নয় গোটা রাজ্যে সম্মানজনক স্থান দখল করে রেখেছে। এই বিদ্যালয়টি আজ শহরের বড় বড় বিদ্যালয়ের সাথে টেক্কা দিচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর সেরা দশের তালিকায় কোন না কোন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যা এই স্কুলের গর্ভ। ২০০৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত টানা ১৬ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ু পাস করে সারা ত্রিপুরা বিদ্যালয়টি কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ২০১০ সালে সেরা দশের তালিকায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বপ্রথম এই বিদ্যালয় থেকে ষষ্ঠ স্থান দখল করেছিল নিলয় দেবনাথ। এরপর থেকে এই স্কুলকে আর পেছন দিকে তাকাতে হয়নি। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি আরো জানান এই বছর ত্রিপুরা সরকার স্বীকৃত সুপার থার্টি প্রকল্পে এই বিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্র পড়ার সুযোগ পায়। এই বিদ্যালয়ের বর্তমানে প্রাতঃ বিভাগ এবং দুপুর বিভাগ মিলিয়ে সর্বমোট শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে ৫৮ জন এবং শিক্ষা কর্মী রয়েছে ৬ জন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক হলো কম্পিউটার এডুকেশন স্মার্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের আবেদন কৃষি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের সরকারের ওপর ভরসা রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। গোমতী জেলার রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রায় এই কথা বলেন। উল্লেখ্য চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পক্ষ থেকেই এদিন রাজশ্রী করা ক্ষেত্রে এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের রক্তদানে এগিয়ে আসার ঘটনায় ব্যক্ত করেছেন এলাকার সাধারন জনগন।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মন্ত্রী প্রানজিত সিংহ রায় বলেন বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি ব্লাড ব্যাংক এ রক্তের সংকট চলছে।এই সংকটময় মুহূর্তে রক্তদানে এগিয়ে আসায় তিনি চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি রাজ্যবাসীর তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।তিনি বলেন তারা চাকরিচ্যুত হয়েও সমাজসেবায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি আরো বলেন রাজ্য সরকার গঠনমূলক আন্দোলন করার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা সে আহবানে সাড়া দিয়ে গঠনমূলক আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।মন্ত্রী তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন কিভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করা যায় সে বিষয়ে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণভবে অবগত।সমস্যার গভীরে গিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

ডলুবাড়িতে রেলওয়ে ওভারব্রীজ, জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর এর দৌড় বাড়ি এলাকার লোকজনরা বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। ডলু বাড়ি এলাকায় রেললাইনের ওপর ওভারব্রিজ স্থাপনের দাবিতে তারা জেলাশাসকের দ্বারস্থ হন। তারা গত মঙ্গলবার ডলু বাড়িতে রেললাইন অবরোধ করে ওভার ব্রিজ স্থাপনের জোরালো দাবি জানিয়েছিলেন। টানা ছয় ঘন্টা রেলপথ অবরোধ করে রাখেন ওই এলাকার জনগণ। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা রেলপথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।অবরোধকারীদের বলা হয়েছিল এই দাবি লিখিতভাবে জেলাশাসক এর মাধ্যমে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবার এলাকার তরফে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক অফিসে গিয়ে লিখিতভাবে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। জেলাশাসক এলাকার জনগণের দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে এ বিষয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। তারা জানান ডল বাড়িতে রেললাইন অতিক্রম করতে হলে তাদেরকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই তারা ওভারব্রিজ স্থাপনের জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু আশ্বাসবাণী ছাড়া বাস্তবে ওভারব্রিজ স্থাপনের কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।সে কারণে বাধ্য হয়ে এলাকার জনগণ মঙ্গলবার রেললাইন অবরোধ করে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন।

পুলওয়ামায় লস্কর জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ, প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের দু"টি গোপন ডেরার হদিশ পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় অবন্তীপোরা এলাকায় লস্কর জঙ্গিদের দু"টি গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমানে গোলাবারুদ।বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে অবন্তীপোরার বাদরু বারসু এলাকায় জঙ্গলে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৫০ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ-এর ১৩০ ব্যাটেলিয়ন এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সারারাত ধরে অভিযান চালানোর পর, বৃহস্পতিবার ভোররাতে লস্কর জঙ্গিদের দু"টি গোপন আস্তানা দেখতে পায় সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১,৯১৮টি একে রাইফেলের গুলি, দু"টি হ্যান্ড গ্রেনেড, চারটি ইউবিজিএল গ্রেনেড এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, জিলেটিন স্টিক, ক্রুড পাইপ বোমা প্রভৃতি। এই ঘটনায় অবন্তীপোরা থানায় বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।